October 4 ও 5, 1997 : ১৭ ও ১৮ আশ্বিন, ১৪০৪

শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা

Sree Sree Durga Puja : 1997

Pujari
Atlanta, Georgia

পূজারী
অ্যাট্‌লান্‌টা, জর্জিয়া

সপ্তশ্লোকী চণ্ডী

জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাৎ আকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি। ১:৫৫

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিম্ অশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতীম্ অতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী কা ত্বৎ অন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা। ৪:১৭

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে। ১১:১০

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে। ১১:১২

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে
ভয়েভ্যঃ ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে। ১১:২৪

রোগান্ অশেষান্ অপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলান্ অভীষ্টান্
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি। ১১:২৯

সর্বাবাধাং প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যম্ অস্মদ্ বৈরিবিনাশনম্। ১১:৩৯

1997 DURGA PUJA PROGRAM
অনুষ্ঠান সূচি

Saturday, October 4, 1997		১৭ই আশ্বিন ১৪০৪, শনিবার	
Puja	10 am	পূজা	বেলা দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	প্রসাদ	বেলা একটা
Entertainment	4 pm	বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল চারটে
Arati	8 pm	সন্ধ্যারতি	রাত্রি আটটা
Prosad	9 pm	প্রসাদ	রাত্রি ন'টা
Sunday, October 5, 1997		**১৮ই আশ্বিন ১৪০৪, রবিবার**	
Puja	10 am	পূজা	বেলা দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	প্রসাদ	বেলা একটা

SPECIAL THANKS
for Decoration, Food, Costume, Video, Brochure and other help to:

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Anindya De
Anjali Dutta
Arati Mishra
Arvind Padhye
Asima Das
Asok Basu
Bijan Prasun Das
Bula Gupta
Chaitali Basu
Dipa Sen Gupta
Harsha Mukherjee
Ian Watt
Ira Mukherjee
Jayanta Mahalanobis
Jayanti Lahiri
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Kanti Das
Kiriti Gupta
Krishna Sen Gupta
Lali Watt
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Maya Mukherji
Meera Ghosal
Molly De
Nandalal Mukherjee
Nita Shrivastava
Pranab Lahiri
Priya Kumar Das
Reema Saha
Rekha Mitra
Robi Basu
Rupa Gupta
Rupak Das
Saibal Sen Gupta
Samar Mitra
Sanjib Datta
Shanta Gupta
Sheokumar Jha
Shyamoli Das
Sibani Chakravorty
Soma Datta
Somnath Datta
Somnath Mishra
Suhas Sen Gupta
Sushanta Saha
Susmita Datta
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen
Swapan Bhattacharya
Sweta Bhaumik

Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360
tel: (770) 451-8587

CONTENTS

Hillol Roy	মাদার টেরেসা	4
Samar Mitra	গীতা	5
Susmita Mahalanobis	সহাবস্থান	6
Biththi Chakraborty	গল্পসল্প	8
Meera Ghosal	নিজদেশে পরবাসী	12
Mandira Sen Gupta	গুঞ্জবাড়ী	15
Chandra Binod Das	কোনখানে?	17
Susmita Mahalanobis	কখন বা কবে?	17
Sabyasachi Gupta	ইয়োরোপে কয়েকটা দিন	18
Samar Mitra	Yes, Yes, Yes, My Lord	22
Ranès Chakravorty	Extension	25
Pranab Lahiri	Reflections on the Celebration of the 50th Anniversary of India's Independence	27
Yasho Lahiri	Resisting the Millennium	29
Rit Chandra	Yin & Yang	30
Monalisa Ghosh	The Golden Eagle	31
Rajarshi Gupta	Verbal Views; Mind	32
Marjorie Sen	Drawing	33
Priyanka Mahalanobis	Outside	34
Rahul Basu	Drawing	35
	The Alligator; Only One Mother	36
Mohua Basu	Krishna	36
	Drawing	37
Joe Bhaumik	Turkey Talk; Drawing	38
Debayan Bhaumik	Drawing	39
Entertainment Program		40
Synopsis of Play "Chhutir Phandey"		40
উত্তর আমেরিকার সপ্তদশ সম্মেলনে পূজারীর তরফ থেকে নাট্যাভিনয়		41
Shyamoli Das	শাখা প্রশাখা	42
Suzanne Sen	Moon Dancing	43
Amitava Sen	When the World Mourns	43
Statement of Accounts		44
Directory of Members		

মাদার টেরেসা

হিল্লোল রায়

হে মহীয়সী শান্তির দূত, লও গো মোদের ভালবাসা,
'নোবেল প্রাইজ' পেয়ে যে তুমি মেটালে সবার আশা!
শান্তিদূত এর জয়ের মাল্য পড়েছে তোমার গলে,
এশিয়ার বুকে এনেছ নোবেল মহৎ কাজের ফলে।
বিশ্ব জুড়ে তোমার খ্যাতি আকাশ বাতাস ময়,
তোমার দয়া-মায়ার মাঝেই মানব পরিচয়!
অসীম অপার করুণা তোমার সকল বিশ্ব জানে,
নতজানু তাই দুনিয়া-মানুষ তোমার অবদানে।
তোমার মতন সরল জীবন দিয়েছে পরিচয়,
ত্যাগের মাঝেতে ভোগের আনন্দ হৃদয়ে এনেছে জয়!
অবহেলিতের শুকনো আঁখিতে এনেছ তুমি যে জল,
তোমার পরশে অবলা পেয়েছে বেঁচে থাকবার বল!
ফুটপাথে বসা পরিচয়হীন দুর্বল শিশুগুলো—
পেয়েছে অন্ন, বাঁচার ভরসা সরিয়ে পথের ধুলো!
শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে তোমার হাতের স্পর্শ
জাগিয়ে তুলেছে ভগ্ন হৃদয়ে নবীন প্রাণের হর্ষ।

দুনিয়া মাঝারে দিয়েছো বিলিয়ে তোমার সকল মন,
দয়ার সুবাদে বিশ্ব হৃদয়ে তুমি যে আপন জন!
তোমার কাজের সীমা-পরিসীমা শুধু কলকাতা-তেই নয়,
অমর কীর্তি ছড়ালো তোমার সৌর জগৎ ময়!
নোবেল এর টাকা দিয়েছো বিলিয়ে বিশ্ব জনতা মাঝে,
আর নিজেকে ও তুমি রেখেছ ব্যস্ত সকাল দুপুর ও সাঁঝে!
তোমার যখন ন' বছর বয়স, এসেছিলে কলকাতা—
আজ সে কাহিনী পড়লেই ভাবি এ যে সেদিনের গাঁথা!

ত্যাগের মাঝেতে রয়েছে হর্ষ – শিক্ষা দিয়েছো তুমি,
বর্ণের ঘৃণা হ্রাস পেয়ে আজ দুঃখ গিয়েছে ঘুমি!
আত্মার সাথে আত্মার যোগ – এটাই তোমার মন্ত্র,
তাই ভেদাভেদ মাঝে তুমিই ধরেছো একতা বাণীর যন্ত্র!

দু'মুঠো অন্ন জোটে না যাদের দিনেতে কিংবা রাতে,
মিটেছে তাদের ক্ষুধা হাহাকার পরশি তোমার হাতে!
অশীতিপর 'যুবতী' হলে ও কর্মঠ তুমি আজ,
রিক্ত দীনের দুঃখ ঘোচাতে করেই চলেছ কাজ!

মাদার টেরেসা, তুমি নমস্যা, তুমি অনন্যা ও মহীয়সী,
তোমায় পেয়ে বিশ্ব যে আজ সত্যিই গরীয়সী!
প্রার্থনা করি শতায়ু হও তোমার জন্মদিনে,
পার্থিব সুখ ভালবাসাতেই – বাজে যে তোমার বীণে!
কোলাহলময় বিশ্বের মাঝে তুমিই সবার আশা,
শিখিয়েছ তুমি নিরলস ত্যাগ ও অনাবিল ভালবাসা!
তাই যুগ যুগ ধরে আকাশে বাতাসে পূজিত হবেই তুমি,
আজ প্রবাসের ভূঁয়ে করি মাথা নত দিতে গো সোহাগ চুমি!!

মাইলস্টোন
নভেম্বর ২৬ ১৯৯৬

গীতা

সমর মিত্র

শ্রীভগবানের দিব্য জন্ম কর্ম কথা
জেনে জীব লভে মুক্তি না হয় অন্যথা।
এই তথ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে
প্রকাশ করেন প্রভু আপন খেয়ালে।
শাস্ত্রপাঠ, দান, ধ্যান, তপস্যা ও যজ্ঞ
কেমনে করিবে জীব অসমর্থ অজ্ঞ।
জীবের কল্যান লাগি তাই ভগবান
অর্জুন মাধ্যমে তত্ত্ব করেন ব্যাখ্যান।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, তাই অলক্ষ্যেতে শুনি
লিখিলেন সে সংবাদ বেদব্যাস মুনি।
মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সুললিত
ছন্দোবদ্ধ সে বক্তব্য হল প্রচলিত
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাশাস্ত্র এই নামে
তুলনা যাহার নাই এই ধরাধামে।

কিন্তু যে কারনে এই শাস্ত্রের রচনা
প্রশ্ন জাগে যখনি তা করি বিবেচনা।
সত্যই কি দুর্যোধন যদি না জন্মাত
এই গীতাশাস্ত্র তবে হত কি রচিত ?
হত কি গীতার সৃষ্টি যদি দুর্যোধন
না দিত সম্পদ লোভে ধর্ম বিসর্জন ?
ভারতবর্ষের যত ক্ষত্রিয়প্রবর
কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধে হত কি তৎপর ?
কিন্তু এ তো হতে পারে সেই লীলাময়
রেখেছেন নির্দ্ধারিত করে বিশ্বময়
ঘটনা ঘটার পূর্ব হতে আদ্যোপান্ত
স্থান, কাল, পাত্র আদি সমস্ত বৃত্তান্ত।
এ বিশ্বনাট্যের মূখ্য নট নাট্যকার
পূন্যশ্লোক শ্রীহরির লীলা বোঝা ভার।

বুঝেছিল দুর্যোধন কি তার ভূমিকা
এ নাট্যে দেখাতে হবে তীব্র অহমিকা।
জেনে ধর্ম দেখাতে সে পাবে না প্রবৃত্তি
অধর্ম কি জেনে সে না দেখাবে নিবৃত্তি।
কৃষ্ণমুখপানে চেয়ে তাই দুর্যোধন
বলেছিল যথাসাধ্য করেছি পালন
যন্ত্র হয়ে যন্ত্রীরূপী তোমার নির্দেশ
দোষ গুন কিছুই না জানি হৃষীকেশ।
শুধু জানি হৃদিস্থিত তুমি অন্তর্যামী
তোমারি ইচ্ছায় কর্ম করিতেছি আমি।
গীতার ভূমিকা দুর্যোধনের মাধ্যমে
সৃষ্টি হলে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে রনভূমে
পার্থসারথির বেশে করিলেন দান
গীতাশাস্ত্র, জগতের সাধিতে কল্যান।

পুনরায় মন ভরে যায় কৌতূহলে
অর্জুনের দুর্বলতা দেখি রনস্থলে।
গাণ্ডীবধনুকধারী মহাবীর্যবান
শস্ত্রবিশারদ দৈববলে বলীয়ান,
বহুযুদ্ধজয়ী সেই ক্ষত্রিয়প্রবর
কেন হল রনাঙ্গনে এমন কাতর ?
ভীষ্ম দ্রোন আদি সঙ্গে বৃহন্নলাবেশে,
যে অর্জুন যুঝেছিল একাকী অক্লেশে
বিরাটের গোসম্পদ করিতে উদ্ধার,
এই যুদ্ধে কেন তার এমন বিকার ?
মনে হয় ভগবান আপন মায়ায়
অভিভূত অর্জুনের মনে, অসহায়
অক্ষত্রিয় মনোভাব জাগিয়ে সুযোগ
নিলেন, শোনাতে গীতা সরহস্য যোগ।

ঐশীকর্ম ধনঞ্জয় আর দুর্যোধন
উভয়ে নিমিত্তমাত্র হয়ে সম্পাদন
করেছিল তাই বুঝি গীতার প্রকাশ
সংশয় হৃদয়গ্রন্থি করিতে বিনাশ।
জীবে জীবে যত ভেদ সংস্কারবশত
এক লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ আছে তত।
যে যেমন উপযুক্ত সেইমত পথ
চিনিতে পারিলে পূর্ন হয় মনোরথ।
কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি আদি নামে পরিচিত
সে সবের বিবরনে গীতা বিরচিত।
শ্রীভগবানের কণ্ঠ হতে বিনিঃসৃত
দেশকালাতীত শাস্ত্র এই গীতামৃত।
গীতা তত্ত্ব, গীতা পথ, গীতাই পাথেয়
গীতা বেদ, গীতা বেদ্য, উদ্দেশ্য, বিধেয়।

সহাবস্থান

সুস্মিতা মহলানবীশ

গ্রীষ্মের ছুটি চলছে প্রায় তিন সপ্তা। কখনো কখনো মনে হয় সময়টা বড়ো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আমার আর কিছুই করা হল না। কি যে করি, একটু নির্জনতা খুঁজে বেড়াই কিন্তু কিছুতেই আর তা ভাগ্যে জোটেনা। মনে মনে আমার প্রিয় বান্ধবী লীনার কথা ভাবি, তার কি সৌভাগ্য। লীনাকে কি আমি হিংসে করি ? না, তা কিছুতেই হতে পারেনা, লীনা কত ভালো কত উদার, তাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি। বন্ধুকে কি শ্রদ্ধা করা যায়না ? শুধু বড়োদের ক্ষেত্রেই কি শ্রদ্ধা শব্দটা ব্যবহার করতে হয় ? আমার মন তা বিশ্বাস করেনা। বহু ক্ষেত্রে আমার চেয়ে ছোট অনেকের কথা শুনে ও ব্যবহার দেখে শ্রদ্ধা করি আবার কখনো কখনো কোন কোন গুরুজনের ব্যবহারে তার বিপরীতটাই মনে জাগে।

লীনাদের পরিবারটাই আলাদা ধরনের। ওর মা বাবা দাদা সবার মনই খুব প্রশস্ত। লীনার বাড়ীতে আমার অবাধ স্বাধীনতা। ওর বিছানায় শুয়ে ওর সাথে গল্পগুজব করি, কখনো সে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে কোন ভালো বই খুলে পড়ি। ওর মা বাবাও আমাকে খুব ভালোবাসেন তাই ওখানে গেলে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া আমার কপালে প্রায়ই জোটে। তাছাড়া খুব ভালোভালো দুষ্প্রাপ্য বই পড়ারও সৌভাগ্য হয়। তঁারা দুজনেই কলেজে পড়ান কাজেই বইয়ের পাহাড় দেখার মত।

আর সেই তুলনায় আমার বাড়ীর পরিস্থিতি ? আমরা বাড়ীর সবাই বড়াই করি আদি বনেদী পরিবার বলে। আমার পূর্বপুরুষরা যে কলকাতার ওপরে এত বড়ো একটা বাড়ী করেছিলেন সেটাই আমাদের বনেদিয়ানার কথা মনে রাখতে এবং যখন তখন একে তাকে শোনাতে সাহায্য করে। কিন্তু আমি দেখি যে দাদুদের পরে তঁাদের ছেলেরা কখনো ঐ বাড়ী সারানো বা রঙ করার ব্যাপারে এক পয়সাও খরচ করেননি। অথচ দাদুদের দুভাইয়ের ছেলেরা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে ঐ এক বাড়ীতেই এখনো আছে। সবারই হাঁড়ি আলাদা, বাথরুম ইত্যাদি যৌথ কাজেই ঐ সব নিয়ে প্রায়ই মন কষাকষি হয় কিন্তু কেউই এই বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজী নয়। দেওয়াল থেকে চূনবালি খসেখসে পড়ছে। এন্টিক বলে কথা, আসল কথা আমার মন জানে, সবার কাছে ওয়ান পাইস ফাদার মাদার।

না আর বেশি প্যানপ্যান করব না, লীনার কাছ থেকে যে বইটা এনেছি সেটা পড়ার একটুও সুযোগ পাচ্ছিনা বলেই মাথা গরম করে এত কথা বলে ফেললাম, নইলে নিজের বাড়ীর খবর অন্যকে দেয় কখনো ? সুন্দর রহস্যজনক উপন্যাস বইটা নিয়ে নিজেদের ঘরে একটু বসেছি, বাবু তিমি ঝিনু রূপক সানু কেকা সবাই চারদিকে ছোটাছুটি করছে, ধুপধাপ শব্দ, এঘর থেকে হাসি ওঘর থেকে ছোট বাচ্চার কান্না, এর মধ্যে বসে ওটা পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাদুরটা বগলে করে বাড়ীর পেছন দিকে যে দুটো বিশাল আমগাছ আছে তাদের নীচে আশ্রয় নিতে ছুটলাম।

মাদুরটা পাততে যাচ্ছি একটা কাক কাকা করে উঠল আর তার পেছন থেকে কুকু করে সাড়া দিল একটা কোকিল। কি হল ? এখানেও কাক কোকিলের ঝগড়া নাকি ? কিন্তু না, এ তো কাকের কর্কশ কাকা নয়, কোকিলের কুকু শব্দটাও তেমন উত্তেজনাপূর্ন নয়। আরে এ যে একের অন্যের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা চলছে, চুপচাপ বসে শুনি তো কিছু বুঝতে পারি কিনা।

কোকিল - কাক, তুমি রাগ কর কেন ভাই ? তোমার ঘরে বসে আমি ডিম পাড়ব ভাবলেই তুমি তেড়েমেড়ে আগুন হয়ে আমাকে মারতে আসো কেন ?

কাক - বারে, আমি তোমার হয়ে সব কিছু করব, তোমার ছেলেমেয়ে তৈরি করে দেব, তার পরেও তোমরা আমাকে ছিছি কর।

কোকিল - কে তোমাকে ছিছি করল ?

কাক - কেন আমি যখনই গান করব বলে গলাটা একটু সাধতে যাই তখনই ঐ মানুষ জাতি আমাকে অলক্ষুণে গালিগালাজ দিয়ে ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

কোকিল - ওদের কথা বাদ দাও, ওরা নিজেরাই নিজেদের সহ্য করতে পারেনা তা আবার তোমাকে আর আমাকে।

কাক - আরে না না ওরা তোমাকে খুব পছন্দ করে, বলে কি সুন্দর গলা, দেখনা তোমার গলা নকল করে কুকু করে।

কোকিল - তুমি ভাই আস্তে আস্তে করে রোজ গলাটা সাধো তাহলে তোমার গলাটাও ভালো শোনাবে।

কাক - কোকিল ভাই, তোমাতে আর আমাতে দেখতে কিন্তু খুব তফাৎ নেই, দুজনেই কৃষ্ণ কালো। শুধু আমি একটু বড়ো আর তুমি একটু ছোট। ঐ গলার স্বরটার জন্যেই ওরা আমাকে দেখতে পারেনা।

কোকিল - কাক, তুমি ভাই ঐ জন্যে চিন্তা করোনা, আমি তোমাকে গান শিখিয়ে দেব, তবে হ্যঁা, একটা সর্ত্তে।

কাক - তা সর্ত্তটা কি ?

কোকিল - আমাকে তোমার বাড়ীতে ডিম পাড়তে দেবে।

কাক - আমি কি করে জানব কোনটা আমার ডিম আর কোনটা তোমার ডিম ?

কোকিল - জানার কি দরকার, মনটা উদার করে দুটোকেই সমান তা দেবে, বাচ্চারা একটু বড়ো হলেই চেনা যাবে।

কাক - তা কি করে হয় ?

কোকিল - কেন হয়না ?

কাক - ওরা কি একসাথে থাকতে পারবে ?

কোকিল - কেন পারবে না ? একসাথে থাকবে, খেলাধুলো করবে, পরবর্ত্তীকালে বিয়েসাদিও করতে পারে, তার ফলে নতুন পাখীর জন্ম হবে, তাকে হয়তো মানুষ কাকু বা কুকা এরকম একটা কিছু বলে ডাকবে।

কাক - তোমার মন উদার তাই ঐভাবে ভাবছ, কাক কোকিল কি কখনো একসাথে থাকতে পারে ?

কোকিল - আরে সবই পারে। এখানে কুকুর আর বেড়াল একসাথে থাকেনা কেন জানো ? কারন মানুষ চেষ্টা করেনা। যাওনা এদের দাদাদের দেশে অর্থাৎ ঐ সাদাবাবুদের দেশে। দেখবে কুকুর আর বেড়াল একই বিছানায় বসে খেলা করছে। এরা যদি একবার জানে ওদের দাদাদের দেশে কি হচ্ছে তক্ষুনি, ...

হঠাৎ ধুপধাপ শব্দ, পাখি দুটো কাকা কুকু করে পালিয়ে গেল কেন ? তাকিয়ে দেখি বাবু তিমি রূপক ঝিনু কেকা এদিকেই ছুটে আসছে। আর সানু হাতের গুলতিটা গাছের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকলাম, হায়, এদের জন্যে কি আমি কখনো কিছু শুনতে বা পড়তে পারব না। কাক কোকিলের মধুর আলাপটা আমার আর শোনাই হলনা। শরীর আর মনে ভীষন তিক্ততা আর ক্লান্তি নিয়ে গাছের নীচের ঐ মাদুরটায় শুয়ে পড়লাম।

গল্পসল্প

বীথি চক্রবর্তী

কমলকলি ও সোমেশ্বর দিন পোনেরো হল তাদের নতুন বাড়ীতে ঢুকেছে। একেবারে নতুন বাড়ী, বাড়ীময় নতুন নতুন গন্ধ। বেশ বড়ো বাড়ী। কমলকলি ও সোমেশ্বরের প্রথম বাড়ী। দুটি ছেলে ওদের। ছেলে দুটির এখন সেই বয়স যে বয়সে দুষ্টুমি করতে শেখে কিন্তু দুষ্টমির বিপদ বোঝে না। মাবাবা বারন করলে মনে থাকে না অথবা মনে থাকলেও দুষ্টমি বন্ধ থাকেনা। অতএব বাচ্চারা ঘুমিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। ওরা কখন কি করে বসবে তা বোধহয় স্বয়ং ভগবানও বলতে পারবেন না। দেশ থেকে দুজনেরই মা বাবা বাড়ী কেনার খবর জেনে খুব খুশী হয়ে নির্দেশ দিয়েছেন , ' নতুন বাড়ীতে ঢুকলে, সত্যনারায়ন পূজো করো '।

তাঁদের নির্দেশ মেনে নিয়ে কমলকলি ও সোমেশ্বর আজ সত্যনারায়ন পূজোর আয়োজন করেছে। আজ রবিবার, শুভদিনও বটে। কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রন করেছে। পাড়াতুতো নয়, শহরতুতো ব্রাহ্মনসন্তান দাদাকে ডেকে এনে পুরোহিত দর্পনের সাহায্যে পূজো সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে। দাদার নির্দেশমত সোমেশ্বর বিয়ের সময়কার বেনারসী জোড় পরে পূজোয় বসেছিল। এখন জোড় ছেড়ে হাফপ্যান্ট ও টিশার্ট পরে এসে বসেছে। পুরোহিতদাদাও বেশ পরিবর্তন করে প্যান্ট শার্ট পরে আরাম করে বসেছেন। সকলেরই প্রচুর ফল মিষ্টি, সিন্নি খেয়ে পেট একেবারে ভর্তি। মনে হচ্ছে আর নড়াচড়া করা যাবেনা। এরপরেও খাওয়া আছে, তবে সে কথা ভাবতেও ভয় করছে। বাকিরা সবাই ঘরোয়া বসবার ঘরে কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। সোমেশ্বর হাঁক ছাড়ল, ' কলি, চা কই ? '

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কমলকলি মস্তবড়ো স্টীলের থালায় কাগজের কাপে চা নিয়ে ঢুকল, পাশে চিনি। পুরোহিতদাদার কাছে এসে চা এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন, ' যাই বলো কমলকলি, তোমার বোঁদেটা ভাই দেশের মত হয়নি '।

কমলকলি বলল, ' দেশের মত আমি কি পারি দাদা । '

পুরোহিতদাদা হেসে বললেন, ' তুমি ভাই বাদাম পেস্তা দিয়েছ বোঁদেতে। দেশে বাদামের বদলে আলুকুচি আর পেস্তার বদলে পটলের খোসা দেয় '।

কমলকলি হেসে ফেলল, চা দিয়ে কতকগুলো বালিশ এনে দিল। কিছুমাত্র দেরি না করে কয়েকজন সেগুলো অধিকার করে শুয়ে পড়ল প্রায়। কমলকলির ছোটবোন কৃষ্ণকলি আসরে গুছিয়ে বসেছে। দিদি কাজ করছে, সে বসে আছে। খারাপ লাগছে অথচ আড্ডা থেকে উঠতেও ইচ্ছে করছে না। মাঝেমাঝে চেঁচিয়ে বলছে, ' দিদি, দরকার হলে ডাকিস্ '।

সোমেশ্বর বলল, ' সুমিত, তোমার পিসিচলোযাই '।
নারান ও অন্যরা সমস্বরে বলল, ' সে আবার কি ' ?
সুমিত বলল, ' আরে psychology ' ।

নারান বলল, ' ওরকম আমিও একটা জানি - assassination, গাধার ওপর গাধা, তার ওপর আমি জাতি '।
হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।
সোমেশ্বর বলল, ' আজকে ভাই ছেলের কাছে বড়ো জব্দ হয়েছি '।
অসীম বলল, ' সে কি রে, ঐ একরত্তি ছেলে তোকে কি করে জব্দ করল '?
সোমেশ্বর বলল, ' আরে ভাই ছেলেরা বড়ো হল, ভাবলাম একটু উপদেশ দিই। ওদের ডেকে বললাম, this is the house of truth, এখানে কখনো মিথ্যে বলতে নেই।

আজ সকালে বড়োছেলে এসে বলল, ' বাবা this is the house of truth, তাইতো ? ' আমি বললাম, নিশ্চয়ই '। ছেলে বলল, ' সত্যি বললে মারবে না, বকবে না তো '?

আমি বললাম, ' কখ্খনো না, সত্যি বললে আমি খুব খুশী হবো '। ছেলে বলল, ' বাবা, আমি আর ভাই বল খেলতে গিয়ে বেস্‌মেণ্টের আলো ভেঙ্গে ফেলেছি '। তারপর গট্‌গট্‌ করে চলে গেল। আমি বোকার মত চেয়ে রইলাম।

অসীম সোমেশ্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আহারে সোমেশ্বর, তুই বড়ো দুঃখী। ছেলে বোকা বানায়, কমলকলি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে ডলার নিয়ে তোর মাথাটাই সাফ করে দিল।'

সোমেশ্বরের মাথার চুল বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। সে অপ্রস্তুত হয়ে মাথায় হাত দিয়েছে এমন সময় এষাদি বললেন, ' কিন্তু ভাই অসীম, তোমার মাথাভর্তি এতো চুল, শীলা তোমার মাথা হাতায়নি বলো ?' শীলা হাসি সামলে অসীমকে বলল, ' কেমন, আর বাজে বকবে ? '

লুচি ভাজার গন্ধে বাড়ী ভরে গেছে। ওভেন থেকে খাবার গরম হবার মৃদু সৌরভ ছড়িয়েছে। উদাস গলায় পুরোহিতদাদা বললেন, ' যাই বলো ভাই, আমার পুরোনো দিনের বিয়েবাড়ীর কথা খুব মনে পড়ে। আজকাল দেশে সব কেটারার হয়েছে, বিয়েবাড়ীতে তারাই পরিবেশন করে। আমার খুব মনে পড়ে কলাপাতায় খাওয়া, মাটির খুরিতে জল। দুদিন আগে ভিয়েন বসত। ক্ষীর ছানা আর নানারকম মিষ্টির গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ত। বিয়ের দিন দধিমঙ্গলের পরই সানাইয়ের সুর। সকালে উঠোনে বিরাট বিরাট মাছেরা এসে পড়ত। বাড়ীর কর্তাব্যক্তিদের কারো সামনে মাছ কাটা গোনা হত, মাছ যেন চুরি না যায়। বিশাল উনুন খোঁড়া হয়েছে, মস্ত কড়াইয়ে গন্‌গনে আগুনে নৌকোর হালের মত হাতা দিয়ে রান্না হচ্ছে। সন্ধ্যার সময় লুচি আর পাঁপড়ভাজা। বাড়ীর আর পাড়ার জোয়ান ছেলেরা ওপরে নীচে ছোটাছুটি করে পরিবেশন করছে। মাঝেমাঝেই হাঁকডাক ' গরম লুচি নিয়ে আয়রে ' বা অন্য কিছু। সে এক অন্যরকম আবহাওয়া। আমিও এরকম কত পরিবেশন করেছি। পরিবেশনও একটা আর্ট জানিস তো ? সুন্দর মেয়ে দেখলে সেখানে একটু বেশি দিতাম, দাঁড়িয়ে সামান্যক্ষণ গল্প জমাবার চেষ্টা করতাম '।

কৃষ্ণকলি চেঁচিয়ে উঠল, ' স্বাতীদি, শুনে যাও, তোমার বর কি সব বলছে '।
স্বাতী রান্নাঘরে লুচি ভাজছিল, ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, ' তুই ভালো করে শুনে নে, তারপরে আমাকে সব বলবি। বাড়ী গিয়ে জমিয়ে ঝগড়া করব। '
সুমিত বলল, ' দাদা, তোমার কথা শুনতে শুনতে একটা গল্প মনে পড়ছিল। '
অসীম বলল, ' আবার তোর গল্প শুনতে হবে ? '

'আরে শোন না ', সুমিত আরম্ভ করল। ' দাদা যেমন বললেন পরিবেশন একটা আর্ট, সত্যিই তাই। তখনকার দিনে কিছু ছেলে পরিবেশনে খুব দক্ষ ছিল। অনেকরকম উদ্ভট পরিস্থিতি তারা সামলে নিতে পারত। বিয়েবাড়ীতে বা অন্যকাজে এদের ডাক পড়তই। আমার জ্যাঠতুতো দাদা খোকনের এরকম একটা সুনাম ছিল। বিয়েবাড়ীতে খোকনদা থাকলে আর ভাবনা নেই। সে একাই একশো হয়ে হরেকরকম কাজ সামলে দিত। সেদিন পাড়ার এক মেয়ের বিয়ে, কাজের আর অন্ত নেই, খোকনদা সকাল থেকেই সেই বাড়ীতে মহাব্যস্ত। গোধূলিলগ্নে বিয়ে, সানাইয়ে মিঠেসুর বাজছে। মস্তবড়ো বাড়ীটাকে ঘিরে টুনিবাল্‌বের আলো জ্বলছে, নিভছে। বিশাল ছাদ ঘিরে সুন্দর প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। নানারংয়ের কাপড়ে ঝাড়লণ্ঠনে সেখানেও সুন্দর শিল্পরচনা হয়েছে। একদিকে বিয়ে, অন্যদিকে খাবার ব্যবস্থা। মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সাতপাক ঘোরা শেষে সম্প্রদান সুরু হয়েছে, বরকনে বসেছে পাশাপাশি। আসনে বসে মেয়ের জ্যাঠামশাই পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। অন্যদিকে নিমন্ত্রিতেরা ভোজে বসেছেন। প্রথম ব্যাচ উঠে গেছে। কলাপাতা ও এঁটো মাটির গ্লাস সরিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে দ্বিতীয় ব্যাচের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। পরিষ্কার কলাপাতায় নুন লেবু দুটো করে লুচি, ছোলা দেওয়া শাক, মাথা দিয়ে ডাল বেগুনভাজা ও ছ্যাচড়া পড়ে গেছে। বাকি আছে নতুন মরশুমী ফুলকপির তরকারি, দুরকমের মাছ, চাটনি পাঁপড় দৈ আর চাররকমের মিষ্টি। সমস্তই মসৃণ গতিতে চলেছে।

রান্না অত্যন্ত ভালো হয়েছে। একজন কিছুক্ষণ পরপর মাটির গেলাসে ঠান্ডা বরফজল দিয়ে যাচ্ছে। নীচে মস্ত বড়ো দুই কড়ায় দুজন ঠাকুর লুচি আর পাঁপড় ভেজে চলেছে। চারজন যোগানদার জোরহাতে লুচি বেলছে। কর্মকর্তারা নিমন্ত্রিতদের কাছে জোড়হাত করে ঘুরছেন, অনুনয় করছেন আরো কিছু নিতে। শীতকাল, তাও ছেলেগুলো দরদর করে ঘামছে। ভাঁড়ারে মেয়ের মামীমা বসে। খোকনদা খালি বালতিগুলো চটপট ভরে ফেলছে, মিষ্টি আর দৈয়ের হাঁড়ি এগিয়ে রাখছে। ছেলেরা এসে খালি বালতি রেখে ভরা বালতি নিয়ে দৌড়োচ্ছে। রান্নার দিকটা সামলাচ্ছে মেয়ের দুই দাদা। সেখানেও অতি তৎপরতার সঙ্গে কাজ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ব্যাচে মোল্লারচকের দৈ পড়েছে তার সঙ্গে প্রাণহরা। এবার যাবে রসগোল্লা আর ল্যাংচা। খোকনদা দ্রুতহাতে সেগুলো গোছাচ্ছে এমন সময় মেয়ের বাবা এসে খোকনদার কনুই পর্যন্ত রসে ভেজা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, ' খোকন তুমি আমায় বাঁচাও '।

খোকনদা হতভম্ব। বলল, ' সব তো ঠিক আছে মেসোমশাই, কোথাও তো গন্ডগোল নেই। আর দু ব্যাচ হলেই নিমন্ত্রিতদের সবার খাওয়া হয়ে যাবে। জিনিষপত্র যথেষ্ট আছে, কম পড়বেনা। মাছ তরকারি আমি দেখে এসেছি - তাও বেশিই হবে। ' মেসোমশাই বললেন, ' ঠিক তো ছিল খোকন কিন্তু এ ব্যাচে যে অনুকূলবাবু এসে বসেছেন। আজকে উনি তাগ্‌ করেছেন রসগোল্লার দিকে। এখনো দুব্যাচ লোক খাবে তাছাড়া বাড়ীর লোকও আছে। এত রাতে আমি কোথা থেকে রসগোল্লা জোগাড় করব বলতো ? দোহাই তোমার কিছু একটা কর খোকন '।

খোকনদা এবার বিপদ বুঝল। অনুকূলবাবু পাড়ারই লোক, অত্যন্ত খাইয়ে। গর্বভরে গল্প করেন কোথায় কত মাছ, সন্দেশ, দৈ বা ক বালতি রসগোল্লা ইত্যাদি খেয়েছেন। কতবার নিজে নিজের রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। উনি যদি আজ রসগোল্লা খাবেন ঠিক করে থাকেন তবে রসগোল্লা কম পড়বেই। খাবার সময় উনি আবার বেশি কথা বলেননা। চুপচাপ বালতিটা নিজের কাছে নামিয়ে নেবেন। খোকনদা বলল, ' বালতি নিয়ে আমি যাচ্ছি মেসোমশাই, আপনি ভাববেন না '।

বালতিভরা রসগোল্লা নিয়ে খোকনদা চলল। ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে দেখে নিল অনুকূলবাবু কোথায় বসেছেন। তিনি তখন একহাঁড়ি দৈ আর গোটা দশেক সন্দেশ খেয়ে মাঝেমাঝে নুন আর লেবু মুখে দিচ্ছেন যাতে মুখ মেরে না আসে। কলাপাতার একপাশে স্তুপীকৃত মাছের কাঁটা। ঘনঘন ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে রসগোল্লার প্রতীক্ষা করছেন।

রঙ্গমঞ্চে ঢুকল খোকনদা । প্রথম লোকটির কাছে গিয়ে বলল, ' রসগোল্লা ? ' তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলল, ' না '। এইভাবে একজনের পরে একজনের কাছে খোকনদা এগিয়ে চলেছে আর বলে চলেছে, ' রসগোল্লা ? না, রসগোল্লা ? না '।

অনুকূলবাবু একটু একটু নুন লেবু মুখে দিচ্ছেন আর আড়চোখে খোকনদাকে দেখছেন। খোকনদা ' রসগোল্লা ' বলার আগেই উনি খোকনদার হাতশুদ্ধ বালতি ধরে পাশে নামিয়ে ফেললেন। যুদ্ধক্ষেত্রে খোকনদাও তৈরি। অনুকূলবাবুর মুখের কাছে দুইঞ্চি মুখ এগিয়ে নিয়ে চাপাগলায় বলল, ' আপনি এত হ্যা ···ং···লা কেন ? '

অসম্ভব চমকে উঠলেন অনুকূলবাবু। হাত আপনি ছেড়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে খোকনদা বালতি হাতে পাশের লোকের কাছে চলে এসেছে। ' রসগোল্লা ? না, রসগোল্লা ? না ' বলতে বলতে খোকনদা বাকি পথটুকুও বীরবিক্রমে পার হয়ে এলো। হাসিতে ভেঙ্গেপড়ল সবাই। কৃষ্ণকলি পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলল, ' বাপরে, আর হাসতে পারিনা। পেট ব্যাথা করছে '। কমলকলি এসে পড়ল, বলল, ' এবার খেতে চলুন সবাই, খাবার পরে আবার আড্ডা হবে '।

টেবিলের এপ্রান্তথেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত নানা স্বাদের খাবার। মাঝখানে গরম লুচি, চাটনির পাশেই থালাভরা পাঁপড়। কিন্তু সবার প্রথমেই চোখে যা পড়ল তা হল মস্ত বড়ো বাটিতে রসে টইটম্বুর রাজভোগের মত বড়ো সাদা রসগোল্লা। আবার হাসির রোল উঠল।

পুরোহিত দাদা কোনরকমে নিজেকে সামলে বললেন, ' ও সুমিত, আবার যে ' রসগোল্লা ? না ' ।

নিজদেশে পরবাসী

মীরা ঘোষাল

বিশ বছর পরে দেশে এসেছে নির্মলা। একদিন বোনের কাছে কাটিয়ে আজ হাওড়া থেকে বোলপুর যাচ্ছে। বোনের বাড়ী সল্ট লেকে তাই কোলকাতা সহরের সঙ্গে মুলাকাৎ হয়নি। কিন্তু এ কোন কোলকাতা ? এতো কালিঝুলি মাখা একটা মফঃস্বল সহর বলে মনে হচ্ছে। বোনকে জিজ্ঞেস করল - ভীড় এড়াবার জন্য ছোটরাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস ? বোন উজ্জ্বলা অবাক হয়ে বলল - সেকি এতো হ্যারিসন রোড। নির্মলা যেন বিশ্বাস করতে পারল না। বিয়ের আগে কোলকাতা এসে মনে হ'ত কত চওড়া চওড়া রাস্তা, ঝক ঝকে তকতকে।

হাওড়া স্টেশন দেখে নির্মলা হতভম্ব। সে কি ভীড় আর ডামাডোল। ঠেলা চলছে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে, মস্ত মস্ত ঝাঁকা মাথায় মুটে, কুলি সাধ্যের অতিরিক্ত মাল মাথায় নিয়ে চলেছে। যে যাকে পারছে ধাক্কা দিচ্ছে, বচসা হচ্ছে। কুকুর, ভিখিরি, সে একটা কান্ড। নির্মলা ভাবল আজ বোধহয় একটা বিশেষ দিন। বোনকে সে কথা বলতে বোন বলল - কি যে বল দিদি, আজ রবিবার, ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভীড় নেই, এ তো খুব ভালো। নির্মলা ভাবল ভাল দেখেই আক্কেল গুড়ুম খারাপ দেখবার আর বাসনা নেই।

উজ্জ্বলা কিছুতেই নির্মলাকে টিকিট কাটতে দিলনা। নিজে টিকিট কেটে দিল থার্ড ক্লাসের। নির্মলা মনে মনে ভাবে তাতে আর কি হয়েছে, থার্ড ক্লাসে অনেক চড়েছে সে। কিন্তু কামরা দেখে মনে হল বোনকে বলে যে এরকমভাবে যেতে পারবেনা। কিন্তু বললনা। যদিও বসার একটা জায়গা মিলল তো পা নাড়াবার উপায় নেই। বাক্স প্যাটরায় সব ঠাসা। সামনে দাঁড়ানো পুরুষ যাত্রীদের গায়ে ঘামের গন্ধ। আমেরিকার লোক হলে ভাবত এরা চান করেনা কিন্তু ব্যাপার তা নয়। আসলে দেশে পুরুষেরা রোজ জামাকাপড় বদলায় না। তার ওপর দেশের পরিষ্কার কাপড়চোপড়ও নির্মলার বেশ নোংরা বলে মনে হল। নিম্নশ্রেনীর নারীপুরুষের গা ও কাপড়ের বাড়তি বোটকা গন্ধও নির্মলার নাকে এল।

গাড়ি ছাড়তে দেরী আছে। উজ্জ্বলা অপেক্ষা করতে পারল না। সে কাগজের লোক, রবিবারে তার ছুটি নেই। মেলার সময় সাতদিন দিদির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কাটাবে তাই এখন ছুটি নেবেনা। বোন চলে গেল। নির্মলার অত ভীড় আর নোংরা দেখে গা ঘিনঘিন করছে। সামনে একটা বুড়ো তখন থেকে কাশছে, হঠাৎ সে ওয়াক থু করে একদলা গয়ের নির্মলার পায়ের কাছে ফেলল। নির্মলা আঁতকে উঠে সীটে পা তুলে লোকটাকে ধমক দিয়ে বলল এটা কি করছ ? এক্ষুনি আমার পায়ে পড়ত। লোকটা হাত উল্টে নির্বিকার ভাবে বলল, ক্যা করে গরীব আদমী । নির্মলার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। সে একটা কুলি ডেকে মাল তুলে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় গেল। কুলিকে বলল টিকিট চেকার বাবুকে ডেকে দাও। কুলি বলল আমার পাওনা আমায় দিয়ে দাও ট্রেন এক্ষুনি ছাড়ল বলে। নির্মলা তাকে তার পাওনা মিটিয়ে আবার অনুরোধ করল টিকিট চেকার বাবুকে পাঠিয়ে দিও এই কামরায়। সে বলল জরুর।ফার্স্ট ক্লাসেও ভীড় তবে ভদ্রলোকের ভীড়। গাড়ী ছাড়ল, নির্মলাকে সবাই একটু সরে ব'সে বসার জায়গা করে দিল। পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, টিকিট চেকারকে কি দরকার, তাড়াহুড়োতে টকিট কাটতে পারেন নি ? নির্মলা বলল থার্ড ক্লাসের টিকিট আপগ্রেড

করতে হবে। ও বাবা থার্ড ক্লাসে মানুষ চড়ে, ভদ্রলোকটির মন্তব্য। নির্মলা অবাক হয়ে ভাবল মানুষের ডেফিনিশান কি ? এ লোকটির সঙ্গে থার্ড ক্লাসের অর্ধেকলোকের কোন তফাৎ নেই। মনে মনে ভাবল তোমাকে থার্ড ক্লাসে দেখলে অবাক হতাম না, ফার্স্ট ক্লাসে একটু বেমানান মনে হচ্ছে। নির্মলা কিছু বলল না, একটু ফিকে হাসি হাসল শুধু।

সামনের সীটে এক প্রবীন ভদ্রলোক, সৌম্য চেহারা, পরনে স্যুট। নির্মলা ভেবেছিল অবাঙালী। তিনি খুব নরম গলায় বললেন, আপনি বোধহয় এখানে থাকেন না। নির্মলা জবাব দেবার আগেই পাশের ছোকরাটি বলে উঠল, কোন বাঙালী মহিলা দামী সিল্কের শাড়ি পরে থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটে এই অবান্তর কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হল ? তারপর পাশের প্যাসেঞ্জারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, বুড়ো হয়েও আলুগিরি ছাড়তে পারছে না। ছোকরার অসভ্যতা ও বাচালতায় নির্মলা খুব লজ্জিত ও বিরক্ত হল। সামনের ভদ্রলোকটিকে মিষ্টি হেসে বলল, আপনি ঠিক ধরেছেন আমি বিদেশে থাকি, এখানে মা ভাই বোন ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে এসেছি।

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই নির্মলা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে দেখে জানলার কাছের দুই ভদ্রলোক বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন আমরা টিসিকে দেখলে ডেকে দেব। নির্মলা তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বসল। একটু পরেই টিসিবাবুকে পাকড়াও করে তারা বললেন, এই দিদির টিকিট আপগ্রেড করতে হবে। ভদ্রলোক জানলা দিয়ে গলা গলিয়ে নির্মলাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিরুৎসুকভাবে বললেন, আচ্ছা বর্দ্ধমানে দেখা যাবে। নির্মলাকে চঞ্চল দেখে সেই প্রবীন ভদ্রলোকটি বললেন, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন টিসিকে তো জানিয়েছেন ও সময়মত আসবে। নির্মলা খুব কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আমার কনসান্সে লাগছে। বর্দ্ধমানে টিসিকে দেখতে পেয়ে নির্মলা মিনতি করে বলল, আমার টিকিটটা দয়া করে বদলে দিন। ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কি সব বলে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নির্মলা অসহায়ভাবে ট্রেনের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, কি করি। সামনের সৌম্য ভদ্রলোক নির্মলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার যেমন বিবেকে বাধছে টিসিবেচারিও তেমনি বিবেকের জন্যেই আপনার কাছে এক্সট্রা দাম নিচ্ছেন না, এ ট্রেনের অর্ধেক লোক টিকিটই কাটেনি টিসি কাউকেই কিছু বলতে পারেনা মার খাবার ভয়ে তাই ও ভাবছে আপনি ভালোমানুষ বলে টিকিট আপগ্রেড করতে চাইছেন।

নির্মলা অবাক হয়ে ভাবল, লোকেরা বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপছে আর রেল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নেই তাদের রুখবার ? এ কি অরাজকতা - বিশ বছরে দেশ তো গোল্লায় গেছে। অবশেষে বোলপুর এল। পৌষ মেলা, বর্ধমানের পর বন্যার জলের মত লোক ঢুকেছে কামরায়। দরজার কাছে এমন ভীড় করে দাঁড়িয়েছে যে কি করে বেরোবে বুঝে পেলনা। করুন মিনতি করে বলল, আপনারা সরে গিয়ে দরজাটা যদি একটু ছেড়ে দেন তাহলে নামতে পারি। একজন বলল, সরব কোথায় ফাঁক দিয়ে চলে যান। নির্মলা ভাবল, ফাঁক কোথায়, হাওয়া যাবার জায়গা নেই। একটি লোক দয়াপরবশ হয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে নির্মলাকে নামতে সাহায্য করল।

স্টেশনে কাকা, ছোটভাই, জ্যাঠতুতো দাদা ও ভাইপো এসেছে। অনেকদিন পরে এতগুলো নিজের লোক দেখে নির্মলার খুব আনন্দ হল। একেবারে ছেলেমানুষের মত হেঁসে কেঁদে একে জড়িয়ে তাকে চুমু খেয়ে সে একটা নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করল। প্রথম উচ্ছ্বাসের পর খুব লজ্জিত হয়ে নিজেকে সংযত করে ভাবল, এরকম অসংযত ভাব দেখে এরা না জানি কি ভাবছে। কিন্তু তারাও দেখা

গেল এই কুড়ি বছরের দীর্ঘ ব্যবধান ভুলে গেছে। আমেরিকাবাসিনীর এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা দেখে তারা মুগ্ধ। প্রায় সমবয়সী কাকা গদগদস্বরে বললেন, নিমিটা একেবারে পাল্টায়নি, তেমনি পাগলী রয়ে গেছে। বড়দা সায় দিয়ে বললেন, কাকু ঠিক বলেছ আমি তো ভাবছিলাম মেমসাহেব আমাদের চিনতে পারলে হয় আর যদি বা চিনতে পারে তা পাত্তাই দেবেনা। গাদাগাদি করে কাকার ভ্যানে চড়া হল। হৈহৈ করে তিন ঘন্টার রাস্তা যেন তিন মিনিটে ফুরিয়ে গেল। গালগল্পে নির্মলার সব ক্লান্তি গেল দূর হয়ে।

বাড়ীর কাছে এসে একটা ধাক্কা খেল নির্মলা। গেটের কাছে আগ্রহে অপেক্ষারত বাবাকে দেখতে পেলনা। বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয়নি। বিদেশেই তাঁর গত হবার খবর পেয়েছিল। খুব কান্নাকাটি করলেও বাবাকে আর দেখবে না - এটা যেন বুঝতে পেরেও বুঝতে চায় নি। এখন বাবা আর নেই একথাটা যেন নতুন করে উপলব্ধি করল। গাড়ীর আওয়াজে ভেতর থেকে কাকীমা, বৌদি ও ছোটভাইয়ের বউ বেরিয়ে এল। নির্মলা বউকে এই প্রথম দেখল। বেশ সুন্দরী, একপিঠ হাঁটু অবধি খোলা চুল। কাকীমা ও বৌদি মহা সোরগোল তুলে ওকে আবাহন করল। নির্মলা ভাবছে মা কোথায়। হঠাৎ চোখে পড়ল শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সেই শাঁখের মত রং মলিন। এক মাথা ঘন চুল অযত্নে এলোমেলো উস্কো খুস্কো। লক্ষী প্রতিমার মত মার এই অবস্থা দেখে নির্মলা কি বলবে ভেবে পেল না। চোখের জল লুকোবার জন্য নীচু হয়ে মায়ের পা স্পর্শ করল।মা পরমাদরে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এতদিনে এলি, কিন্তু বাবাকে তো দেখতে পাবি না। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। বারবার বলছিলেন নিমির সঙ্গে দেখা হল না। কতদূরে থাকে আসা তো সম্ভব নয়। মৃত্যুকালেও বাবার যুক্তিপূর্ন উক্তি শুনে মনে পড়ল কত অসাধারন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন তিনি। সত্যবাদী, উদার মতাবলম্বী নিজের সময় থেকে একশ বছর এগিয়ে ছিলেন। সবাই মিলে চা ও টার সঙ্গে গুলতানি করে আরও কত সময় কাটত কে জানে। মা এসে সবাইকে বললন, এবার নিমিকে চান করে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করতে দে। ওর জেট ল্যাগ কাটতে এখনও দুদিন লাগবে। সবাই হতাশ হয়ে ওঃ কাকীমা, ওঃ দিদাভাই, ওঃ বৌদি এমন জমাট আড্ডাটা ভাঙ্গতে পারলে, বলে হেসে উঠল।নির্মলা চান করে দেখল বিরাট টেবিল ঘিরে সবাই বসেছে , নির্মলার জন্যে টেবিলের মাথায় জায়গা রেখেছে। ভাইপো, ভাইঝি, ভাইয়ের বউ কে বড়োপিসির বা দিদির কাছে বসবে তাই নিয়ে মহা কলরব শুরু করেছে। শেষ অবধি বাবা ও ছোড়দাদুর বকুনি খেয়ে তারা চুপ করল।

কাকীমা ও বৌদি পরিবেশন শুরু করলেন। ভাতের পাশে বেগুনপোড়া ও পলতাপাতার ভাজা প'ড়তে ভাইঝি ও ভাইপো আঁতকে উঠে বলল সে কি, আমেরিকা থেকে বড়োপিসি এল কোথায় চপ কাটলেট খাওয়াবে তা না রাবিশ বেগুনপোড়া। বৌদি বললেন, বিদেশ না গিয়ে সাহেব সাহেবা, এ সব রাবিশ তোমাদের খেতে হবেনা, দিদাভাই বিশেষ করে এগুলো বড়োপিসির জন্যেই রেঁধেছেন। বেগুনপোড়ার এত স্বাদ নির্মলা ভুলেই গিয়েছিল। মাখনের মত নরম, বীচি নেই একদম। তাতে কুঁচোন কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ ও ধনেপাতা। সেদ্ধচালের ভাত মেখে খেতে মনে হল অমৃত। দেশ ছাড়ার পর পলতাভাজা কপালে জোটেনি। পদেপদে অনেক জিনিষ এল, নির্মলা মাছ অবধি পৌঁছে বলল, I give up, আর একদানাও খেতে পারবনা। সবাই হাঁহাঁকরে উঠল, সেকি মাংস চাটনি পায়েস মিষ্টি খেতে হবে। নির্মলা হাত গুটিয়ে বলল, এ আমাদের এক সপ্তাহের খাবার। নির্মলা বসেবসে ওদের চিংড়িমাছ, মাংসের কোপ্তা খাওয়া দেখল। ভাবল, এরা তো বেশ খেতে পারে অথচ কেউ মোটা নয়। চালতার চাটনি আসতেই নির্মলা আগের সংকল্প ভুলে বলল, চালতার চাটনি খেতেই হবে। বৌদি মহাখুশী হয়ে বড়ো পাথরবাটিতে অনেকটা চাটনি দিলেন।

ছোটভাই ফোড়ন কাটল, এই যে শুনলাম একদানাও খেতে পারবে না। নিমেষে বাটি শেষ করতেই সবাই হোহো করে হেসে উঠল। নির্মলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, বাঃ কতদিন চালতা চোখে দেখিনি। খেয়ে উঠতেই কাকীমা মিঠে পানের রেকাবী ধরলেন সবার সামনে। নির্মলা দুটো মিঠেপান মুখে পুরল। আবার ছোটভাইয়ের রসিকতা, দিদি তখন থেকে খাইতেই পারিনা খাইতেই পারিনা করে পান পর্য্যন্ত বাদ দিলনা। কাকা ধমক দিলেন, তোর ফাজলামি থামা, বেচারি কিছুই খেতে পারলনা আর তোরা সব ফাঁসির খাওয়া খেলি।

মা এসে বললেন, নিমি বাবার ঘরে তোর বিছানা করে দিয়েছি একটু গড়িয়ে নে। সেই বিছানায় শুয়ে নির্মলার মনে হল বাবার গন্ধ ও স্পর্শ যেন বিছানার চাদরে বালিশে জড়িয়ে রয়েছে। বাবা সকালে একসাজি বেলফুল রবীন্দ্রনাথের ছবির পদপ্রান্তে রাখতেন। মনে হল সেই গন্ধ যেন এখনো সারাঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। নির্মলা অনুতে অনুতে বাবার স্নেহ অনুভব করল।মাথায় হঠাৎ নরম হাতের স্পর্শ পেতে চোখ না খুলেও নির্মলা বুঝল এ মায়ের হাত। স্নেহময়ী মায়ের মেয়ের পথক্লান্তি হরন করার চেষ্টা। মায়ের স্নেহস্পর্শে ধীরেধীরে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যেতে যেতে নির্মলা ভাবল,

উঠিয়া পর্বতচূড়ে ধরনীরে হেরি দূরে, পথের যা দুঃখ ক্লেশ সব ভ্রম মনে হয়।

গুঞ্জবাড়ী

মন্দিরা সেনগুপ্ত

গুঞ্জবাড়ীতে আনাচে কানাচে গুঞ্জরে প্রান মোর
শতপুষ্পের সুরভিকুঞ্জে যেমন ফিরে ভ্রমর।
স্থলপদ্মের অরুন আভায় উষার মুখানি রাঙা
দোলনচাঁপার পেলবশোভায় ঘুমের জড়িমা ভাঙা।

শেষপ্রত্যূষে পাপিয়ার গানে আকূতি ঝরিয়া পড়ে
পান্থ কে কোথা আছিস একেলা ফিরে আয় ত্বরা ঘরে।
রাধামাধবের মন্দিরে দ্বারী প্রভাতে বাজায় খোল
অন্ধকারের বুক চিরে শুনি 'বল হরি হরি বোল'।

পঞ্চপ্রদীপে পুরোহিতমাতা করেন আরতি দান
তুলসীর তরু ঘিরিয়া ভক্তে মধুর ভজন গান।
গৃহে মোর পিতা ভগবদ্‌গীতা পড়েন গভীর স্বরে
মার হাতে বাজে পূজার ঘণ্টা অদূরে ঠাকুর ঘরে।

যুঁইলতাটিতে চপল চড়ুই কপট কলহে মাতে
কালো বুলবুলি মাথা ঝাড়া দেয় সবুজ সুপারিপাতে।
কাঁঠালগাছের চিকণ মাথাটি রোদে চিকমিক করে
মধুমালতীর লাল সাদা কুঁড়ি প্রাচীরে লুটায়ে পড়ে।

শিউলি অর্ঘে ভরিল উঠান লক্ষ তারার গুচ্ছে
গোলাপে গাঁদায় অপরাজিতায় পাতাবাহারের পুচ্ছে।
লাবণ্যমাখা পল্লীগৃহটি শ্রীময়ীহস্তস্পর্শে
দূরপরবাসী সন্তান মন ভরিয়া তোলেন হর্ষে।

শ্যামতরুছায়া ভরা স্নেহমায়া আঙিনাদুয়ার জুড়ে
সঞ্জীবনের মন্ত্র মাখায় গোপন হৃদয়পুরে।
নীল আকাশের ছোট্ট কোণাটি চোখে অঞ্জন পরায়
শান্তির ঘুমপাড়ানিয়া গানে আরামে পরান ভরায়।

মাতা ও পিতার নির্মল প্রেমে উজ্জ্বল এই নীড়
দূর করে দেয় যত জটিলতা দুশ্চিন্তার ভীড়।
বঁটি চুপড়ির গ্রামীন সজ্জা সব্জী নয়নলোভা
ঢেঁকিশাক শসা কচু নারকোল ডালের বড়ির শোভা।

মার হাতে করা আমলকী আর আচারে অমৃতস্বাদ
পিঠে সন্দেশে মিষ্টি পায়েসে লোভী হাতে পায় চাঁদ।
শোলার পুতুলে লক্ষ্মীর পাটে চন্দন চাঁদমালা
ঝকঝকে তামা পেতলের টাটে গন্ধপুষ্প ঢালা।

ডালাকুলো আর হাড়িঘটকায় ছবিটি নন্দলালের
ছদ্মবেশিনী মা সরস্বতী গৃহিনী যে কতকালের।
আনন্দরূপে এই সংসারে বিরাজেন কল্যানী
ঘরের পরের মঙ্গলতরে ব্যস্ত জীবনখানি।

ভোলা মহেশের পরিচর্যায় দিবসরজনী যাপি
শতকর্মের সূক্ষ্মবুননে পূর্ন করেন ঝাঁপি।
তারি মাঝে বাজে ভৈরবীসুরে বৈরাগ্যের গীত
ঋতু যায় আর আসে হেমন্ত, শরৎ, বর্ষা, শীত।

সেই জননীর অঞ্চলছায়ে ফিরে যেতে মন চায়
দূরপথগামী ভ্রমরা যে আমি কেমনে ফিরিব হায়।
আমার বিশ্ব ডাকে যে আমারে সুখেদুখে সম্পদে
ফিরিবার ক্ষণে রাখিনু প্রনাম হরপার্বতী-পদে।

কোনখানে ?

চন্দ্রবিনোদ দাস

গন্ধে উদাস ফুল বলিছে আজি
বন্ধু, আমার তোমার সাথে জানা
মুখোমুখি বসব হৃদয় মাঝ
তোমার সাথে বলব কথা নানা।

আকুল কণ্ঠে নৃত্যে কহে নদী
বন্ধু, আমি শুনাব তোমায় গান
মুক্ত তোমার হৃদয় কর যদি
সুধার ধারায় ভরাব তোমার প্রান।

অভিসারে জ্যোৎস্না শশি কহে
বন্ধু, তোমার ত্বরায় খোল দ্বার
দেরি আমার আর নাহি যে সহে
তরুন প্রেমে ভাসাব হৃদি পার।

বিশ্ব কহে হাজার নয়ন মেলি
বন্ধু, আমি আনব তোমায় নামি
সকল আলো দাও দুরেতে ফেলি
তোমায় আমায় রইব দিবস যামি।

বন্ধু কহে নিশ্বাসিয়া হায়
শুনছি সকল বিদেশীদের বানী
অর্থ তাহার তবুও বোঝা যায়
মাগছে প্রবেশ হৃদয়ে কর হানি।

যুগান্তরের এক স্বদেশের ভাই
ভিন্ন দেশী যাত্রী এখন সব
তবু সবার যোগ আছে একঠাঁই
প্রানের পরে করছি অনুভব।

নিরাশায় আজ কাঁদছে পরান মোর
ও বিদেশী, তোমাদের এই গানে
চাই যে আমি খুলতে হৃদয় দোর
পাইনা খুঁজে আগলটা কোনখানে।

কখন বা কবে ?

সুস্মিতা মহলানবীশ

কত সাধনা কত তপস্যা
কার কাছে ? কে সে বহুরূপী
সবাই যাকে বিভিন্ন নাম ধরে ডাকে।
ডাকার ইচ্ছে আমারো, কিন্তু কার কাছে ?
কখন বা কবে ? সময় কি কখনো হবে ?
কে সে বহুরূপী
সবাই যাকে বিভিন্ন নাম ধরে ডাকে।

ছোট্ট মেয়েটা এসে বলে, 'আমার ধর্ম কি ?
তুমি কি জান ধর্ম কাকে বলে ?
কই শেখাওনি তো আমাকে।'
নিস্তব্ধ থেকে ভাবি - শিখব বা শেখাব,
কখন বা কবে ? সময় কি কখনো হবে ?

অমৃতফলের আশা ছেড়ে কাজ করে চলেছি
বুঝে বা না বুঝে, না জেনে,
" এ জন্মে যা পাওনি পরজন্মে পাবে বা
পূর্বজন্মের পরিনাম বর্ত্তমান "
ঐ বানী মনে শান্তি আনে।

ছোট্ট মেয়েটাকে কি বলব ?
সততা ও ভালবাসাই ধর্ম
নাকি এর পরেও অনেক কিছু আছে।
কখন বা কবে ? সময় কি কখনো হবে ?

ইয়োরোপে কয়েকটা দিন

সব্যসাচী গুপ্ত

যদিও দশ বছর আগে এই ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম তার স্মৃতি আজও স্মরণীয়। ৩রা জুলাই ১৯৮৬ সালে অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে ৪ঠা জুলাই লন্ডনে পৌছলাম। তিনদিন ছিলাম নিকট আত্মীয় ছোড়দিভাই ও সুকান্তদার বাড়িতে সারে কাউন্টির সাটন্ এ। লন্ডন শহর আগেই দেখা ছিল, এবারে কিছু ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলাম। সেই দিনই ব্রাইটন বীচ্ দেখতে গেলাম। খুবই সুন্দর ঐ বেলা-ভুমিতে বসে ভাবতে অবাক লাগছিল যে ঐখানেই কিছুদিন আগে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে হত্যার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। পরদিন ৫ই জুলাই সকালে বেশ কিছুক্ষণ টেলিভিশনে উইম্বলডনে টেনিসের ফাইনাল খেলা ও ভারত বনাম ইংল্যান্ডের উত্তেজনাপ্রদ ওয়ান-ডে-ক্রিকেট খেলা দেখে বৃটিশ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। সেখানে অন্যান্য দ্রষ্টব্য ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গীতাঞ্জলীর পান্ডুলিপি, নাইটহুড প্রত্যাখানের মূল চিঠি, দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এই প্রদর্শনী খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। সন্ধ্যায় লন্ডনের বাঙালী নুপুর গোষ্ঠির চিত্রাঙ্গদাতে ওদের নাচ ও গানের উন্নত মান দেখে মুগ্ধ হলাম। পরদিন ৬ই জুলাই প্রায় আটশত বছরের পুরানো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি দেখতে গেলাম। এই শিক্ষায়তনের শান্ত পরিবেশ আমাদের খুব ভালো লাগলো। বিশেষ করে টিনিটি কলেজের কৃতী ছাত্র বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন ও প্রখ্যাত কবি টেনিসনের প্রস্তর মূর্তি দেখে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলাম অষ্টদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় যুগে।

পরদিন ৭ই জুলাই প্রায় দুসপ্তাহের জন্য ইউরোপের অনেকগুলি দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাস্এ রওয়ানা হলাম লন্ডন থেকে খুব সকালে। এই সফরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রায় পঞ্চাশজন লোক ছিল। এদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার ছেলে কৃস, অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে লিন্ডা, ইংল্যান্ডের দুটি মেয়ে, দুজনেরই নাম জুলি, সাউথ কোরিয়ার ছেলে ডক্টর পাক, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মিস্টার ও মিসেস্ বেইন, ভারতবর্ষের মিস্টার ও মিসেস্ প্যাটেল ও হংকংএর মিসেস স্যু ও তার মেয়ে কেটি। আর টুর গাইড ছিল ফ্রান্সের জঁ লুক। কৃস, লিন্ডা, দুই জুলি ও কেটি সকলেই অল্প বয়স্ক ও অবিবাহিত। কৃস্ নিউ ইয়র্কের একটা জুয়েলারীর দোকানের ম্যানেজার, লিন্ডা মেলবোর্ণে একটা অফিসের সেক্রেটারি, ইংল্যান্ডের কেন্ট্ কাউন্টির বাসিন্দা দুই জুলি স্কুল টিচার। ডক্টর পাক সাউথ কোরিয়ার পুসানে ইংরেজির অধ্যাপক। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলেন, তখন দেশে ফিরছিলেন। টিনিডাডের বাসিন্দা মিস্টার বেইন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। মিস্টার প্যাটেল আমেদাবাদের ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার, মিসেস্ স্যু হংকংএর গারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন আর কেটি হলো কলেজের ছাত্রী। প্রায় দুসপ্তাহ এক সঙ্গে থাকার ফলে এদের সকলের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছিল বিশেষ করে প্রতিদিন সান্ধ্য ভোজনের সময় বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা চলতো।

আমাদের বাস্টা লন্ডন থেকে ডোভারে পৌছল দুপুরে। ডোভার থেকে স্টিমারে বেলজিয়ামের অস্টেন্ডে পৌছালাম কয়েক ঘন্টার মধ্যে। রোদ ঝলমলে আবহাওয়াতে শান্ত ইংলিশ চ্যানেলের মৌনতা ভেঙে দিচ্ছিল কিছু সিগাল। অস্টেন্ডে কস্মস্ কোম্পানির লাক্সরি বাস্এ মূল সফর শুরু হোল। সন্ধ্যায় বেলজিয়ামের লিয়েজেতে এসে প্রথম রাত কাটালাম একটা মোটেলে। লিয়েজেতে লোকেরা ফ্রেঞ্চও ফ্লেমিশ ভাষায় কথা বলে। খুবই সুন্দর এই শহরে এসেই মোটেল থেকে বেরিয়ে একটা টিলার উপর বড় একটা চার্চ দেখতে পেলাম। কৃস্‌কে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওদিকে যেতে শুরু করেছি, কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই কৃস সে চেষ্টা বাতিল করলো। ওর দেখলাম উঁচু জিনিসে খুবই আতঙ্ক। ফলে আমরাও ওকে ফেলে আর গেলাম না। সামনেই ছিল কফি হাউস ও রেস্তোরাঁ। এগুলির প্রত্যেকটিতে বাইরে বসে খাবার বন্দোবস্ত

ছিল, তাছাড়া পাশেই ছিল অজস্র ফুলের ছোট ছোট বাগান। একটা কফি হাউসে চা খেয়ে কয়েকটা ছবি তোলার চেষ্টা করছিলাম ফুল বাগানের, এমন সময় ঐ শহরের কয়েকটা বখাটে ছেলে এসে ইঙ্গিত জানালো (ওরা ইংরেজী বোঝেনা)যে ওদের ছবিও আমাদের তুলতে হবে। অগত্যা ওদেরও ছবি তুলে তাড়াতাড়ি মোটেলে ফিরে এলাম কারণ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন ৮ই জুলাই লুক্সেমবার্গ ছাড়িয়ে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত পেরিয়ে বেসেল্‌এ পৌছালাম দুপুরে। সুইস্ বর্ডারে বৃটিশ পাউণ্ড ও মার্কিনী ডলার ভাঙিয়ে কিছু সুইস্ ফ্রাঁ কিনলাম। বর্ডার গার্ডরা আমাদের পাসপোর্ট ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখলো। যদিও এদের সঙ্গে নাৎসি গার্ডদের কোন তুলনাই হয়না, তবুও কেন যেন মনে পড়ে গেল নাৎসী গার্ডদের কথা আর সন্ত্রস্ত লোকেদের হাবভাবের কথা যেগুলি বহু ইংরেজী সিনেমাতে দেখছি। সুইজারল্যাণ্ডের তুষারাবৃত আলপ্স্ পর্বতের অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য এখান থেকেই প্রথম দেখতে পেলাম। বিকেলে লেক্ লুসার্নে পৌছে হর্নলি হোটেলে রাত কাটালাম। জঁ লুক আমাদের বহুবার মনে করিয়ে দিয়েছিল যে এই সফরের "Collapsing Chalet" হোল হর্নলি হোটেল। কথাটা নেহাৎ ভুল বলেনি। একটা ভাঙা বাড়ির মত হোটেল। এই হোটেলের সংলগ্ন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার ছিল মালয়েশিয়ার মেয়ে মে। ওর মিষ্টি ব্যবহার ও আতিথেয়তার জন্য সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। আমাদের দেশের মত বার বার করে জিজ্ঞাসা করে আর দুবার তিনবার প্রত্যেককে খাবার দিয়ে ও সবার মন জয় করলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। লেকের কাছেই ছিল হোটেল। লেক লুসার্নের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা হয়না, সামনে লেক, পেছনে তুষারাবৃত আলপ্স্ পর্বতমালা। সম্পূর্ণ সুইজারল্যাণ্ডে রাস্তাঘাট ছবির মত, এত পরিচ্ছন্নতা আর কোথাও দেখিনি।

পরদিন ৯ই জুলাই ছোট্ট রাষ্ট্র লিখটেনস্টা-ইনের সুন্দর শহর ভাদুজ্‌এ পৌছালাম দুপুরে। পাস-পোর্টে লিখটেনস্টাইন্ ও ভাদুজ ছাপও মারা হোল স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। এখান থেকে অস্ট্রিয়ার ইনস্‌ব্রুকের দিকে রওয়ানা হোলাম। সারাটা রাস্তায় আলপ্স্ পর্বতশ্রেণী চোখে পড়ল। বহু সুরঙ্গ পড়ল অস্ট্রিয়ার পথে। ইনস্‌ব্রুকে ১৯৮২ সালে উইনটার অলিম্পিক হয়েছিল, তার বহু নিদর্শন চোখে পড়ল। এখানে অস্ট্রিয়ার প্রখ্যাত রোসা মারিয়ার ফোক্ শো দেখলাম, যেটাতে ইয়োডলিং সহ মাপেট শোও ছিল। পরদিন ১০ই জুলাই সকালে ইটালির ভেনিসের দিকে রওয়ানা হলাম। ভেরোনাতে মধ্যাহ্ন ভোজন করে দুপুরে ভেনিস পৌছলাম। এই সফরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে আসা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শোনা, ভিন্নভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদ ও রীতি নীতি দেখা, ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া অনুভব করা ও ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা বিনিময় করাতে ছিল এক আশ্চর্যজনক অনুভূতি। সুইজারল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পর বেশ গরম পেলাম ইটালিতে(৯০-৯৫ ডিগ্রী)। ভেনিসে পৌছে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টিমারে সেন্ট্ মার্কাস স্কোয়ারে এলাম। এখানকার চার্চটা প্রায় ৯০০ বছরের পুরানো এবং এর স্থাপত্য অপূর্ব। এর পর সবাই কয়েকটা গণ্ডোলাতে চড়ে প্রায় ১৫০০ বছরের পুরানো ভেনিস্ শহর দেখতে গেলাম। আমাদের গণ্ডোলাতে একজন পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে ইটালিয়ান লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছিল। খুবই মনোরম একটা অনুভূতি হচ্ছিল এই ধরণের পরিবেশে। খাল দিয়ে পরিবেষ্টিত এই ঐতিহাসিক বন্দরের বহু দ্রষ্টব্য এই ভাবেই দেখা হোল।

এ কদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুদের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য নানা ভাবে ধরা পড়ল। ইংল্যাণ্ডের দুই জুলি ছিল আমেরিকার লোকেদের (যেমন কৃস্ ও আমরা) বিশ্বস্ত সমর্থক, যে কোন বিষয়ের আলোচনাতে ওরা আমাদের মতবাদ পছন্দ করত। ওদের মধ্যে একজন ছিল মুখরা, আর একজন ছিল অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। লিণ্ডা মাঝে মাঝে কৃসকে খ্যাপাত "sissy" বলে। কৃস্ সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেলেও নিজেকে সামলে নিত। কৃস্‌এর হাবভাব কিছুটা মেয়েলি হলেও ও কিন্তু ছিল খুবই মজাদার লোক, তবে আমেরিকান বলে খুবই গর্বিত।

১১ই জুলাই ভেনিস্ থেকে রোমের দিকে রওয়ানা হোলাম। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম অ্যাসিসিতে। ওখানকার সেন্ট ফ্রান্সিসের চার্চ জগৎ বিখ্যাত, অপূর্ব এর স্থাপত্য। ভিতরে সেন্ট

ফ্রান্সিসের সমাধিও রয়েছে। বিকেলে ঐতিহাসিক রোম শহরে পৌছালাম। এই সফরে সবচেয়ে ভাল মোটেল এখানেই পেয়েছিলাম Residence Le Torri, -দুটো প্রশস্ত ঘর ছিল। সংলগ্ন ঝুল বারান্দা থেকে রোম শহরের একটা বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যেত। মোটেলে পৌছাবার অল্পক্ষণের মধ্যে ন্যাভোনা স্কোয়ারে গেলাম। ওখানে চারটি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ও চারটি নদী দিয়ে চারটি মহাদেশকে দেখানো হয়েছে। গঙ্গা নদী দিয়ে এশিয়াকে দেখানো হয়েছে। এর পর নিউ রোমের রাস্তা ও সারা পৃথিবীর ফ্যাশনের কেন্দ্রস্থান ও শপিং সেন্টার ইত্যাদি দেখে একটা রেস্তোরাঁয় সান্ধ্যভোজন করা হোল। লাইভ মিউজিক সহ পার্টি খুবই জমে উঠেছিল। আমি নিজে ইটালিয়ান গায়ককে "O Sole Mio", "That's Amore,""Volare" ইত্যাদি গান করতে অনুরোধ করেছিলাম; গায়ক আমার অনুরোধ রেখেছিল।

পরদিন ১২ই জুলাই ভ্যাটিকান মিউজিয়াম, সিস্টিন চ্যাপেল, সেন্ট পিটার্স্ ব্যাসিলিকা, সেন্ট পিটার্স্ স্কোয়ার ইত্যাদি দেখলাম। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মিকেলাঞ্জেলো ও র‍্যাফায়েলের অপূর্ব চিত্রাঙ্কন দেখে সম্মোহিত হয়ে গেলাম। বিকেলে কলিসিয়াম, রোমান ফোরাম, প্যালেস অফ জাস্টিস, গ্যারিবল্ডি স্কোয়ার, জুলিয়াস সিজারের প্যালেস ইত্যাদি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক আকর্ষণ দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বস্তুত: এর আগে এ ধরণের অনুভূতি আমার হয়েছিল ভারতবর্ষের দিল্লী ও আগ্রা দেখে। পরদিন ১৩ই জুলাই ফ্লোরেন্সের দিকে রওয়ানা হোলাম। পথের দুধারে অজস্র সূর্যমুখী ফুলের বাগান দেখে সোফিয়া লোরেনের সানফ্লাওয়ার সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল। ফ্লোরেন্সে পৌছেই মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। মিকেলাঞ্জেলোর হাতে গড়া অনেকগুলো মূর্তি এখানে রয়েছে, বিশেষ করে ডেভিডের মূর্তি আমাদের হতবাক করে দিল। বৃটিশ গাইড জুডি পর পর আমাদের সিটি হল, হল অফ জাস্টিস, চার্চ অফ পুয়োর পিপল্ ও স্কোয়ার ইত্যাদি দেখালো। চার্চ্ অফ পুয়োর পিপলএ শিল্পী মিকেলাঞ্জেলো, কবি ডান্তে ও বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর সমাধি দেখে মনটা যেন কিছুক্ষণের জন্য চলে গেল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। এরপর পিসাতে লিনিং টাওয়ার দেখতে গেলাম। সিঁড়ি ভেঙ্গে সবচেয়ে উপরের তলায় উঠলাম। সেখান থেকেই গ্যালিলিও তার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গবেষণা করতেন।

ইংল্যান্ডে জুলিয়া কেন্ট্ কাউন্টির বাসিন্দা জেনে ওদেরকে সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে ওদের কাউন্টির একজনকে আমি দেখেছি, প্রখ্যাত ক্রিকেটার কলিন কাউড্রে। ক্রিকেট অনুরাগী জুলিয়া আমার এ জ্ঞান দেখে বিস্মিত হোল ও জানাল যে কেন্টের গৌরব হোল কলিন কাউড্রে। টিনিডাডের বাসিন্দা মিস্টার বেইনকে ক্রিকেটের কথা বলতেই জানলামযে উনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রখ্যাত ব্যাট্স্ম্যান ব্যাসিল বুচারের নিকট আত্মীয়। বহুক্ষণ ক্রিকেটের আলোচনা হোল। উনি আবার ভারতবর্ষের প্রখ্যাত স্পিন বোলার সুভাষ গুপ্তের কথা বললেন। গুপ্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েকেই বিয়ে করেছেন।

পরদিন ১৪ই জুলাই ইটালি ছেড়ে ফ্রান্সের নিস্ শহরের পথে রওয়ানা হলাম। প্রথমে ইটালিয়ান রিভিয়েরা, পরে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা দেখতে দেখতে বিকেলে নিস্ শহরে এসে পৌছালাম। মাঝপথে Ezeতে একটা প্রখ্যাত ফ্রেঞ্চ পারফিউম ফ্যাকটরি ঘুরে এলাম। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা ও সংলগ্ন মোনাকোর পাহাড় দিয়ে ঘেরা নিস্ খুব সুন্দর শহর। নিস্এ পৌছেই মোনাকোর মন্টিকার্লোতে গেলাম। প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস, প্রিন্সেস গ্রেসের সমাধি ও জগৎ বিখ্যাত ক্যাসিনো পর পর দেখা হোল। আমি অভিনেত্রী গ্রেস কেলির খুবই ফ্যান ছিলাম, তাই ওনার কথা খুবই মনে পড়ছিল। কিছুকাল আগেই ওনার মৃত্যু হয়েছে গাড়ির দুর্ঘটনায়। সেদিন ছিল ফ্রান্সের ব্যাস্টিল ডে, সে উপলক্ষ্যে প্যারেডও দেখলাম। পরদিন ১৫ই জুলাই একটা ট্রলি কারে নিস্ শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা দেখলাম। ওখানকার ফ্রেঞ্চ রিভিয়ারার বিখ্যাত বীচ্ও বাদ পড়ল না। এই শহরের খুবই কাছে হোল ক্যান, যেখানে প্রতি বছর সুপ্রসিদ্ধ ফিল্ম ফেস্টিভেল হয়। দুপুরে লিয়ন শহরের দিকে রওয়ানা হলাম; এটা ফ্রান্সের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি; যথেষ্ট কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ওখানে রয়েছে। পথে সুবিখ্যাত টিজিভিট্রেন চোখে পড়ল। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলেছে, চোখের নিমেষের মধ্যে আর দেখতে পেলাম না। গতিবেগ শুনেছি ১৬০ মাইল ঘন্টায়।

পরদিন ১৬ই জুলাই প্যারিসের দিকে রওয়ানা হলাম। দুপুরে প্যারিসে পৌছালাম। প্যারিসে বাস্ থেকে নামার সময় হঠাৎ একটি ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেলাম। কৃসের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, ও আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। এ কদিন ধরে লিন্ডা যা খ্যেপিয়েছে ওকে, তার প্রতিশোধ ও নিল প্রায় সফরের শেষে এসে লিন্ডাকে একটা চড় মেরে। জঁ লুক, ডক্টর পাক ও আমার স্ত্রী রমা ঐ ঘটনায় মধ্যস্থতা করার ফলে ঘটনাটা আর বেশীদূর গড়ায়নি। জঁ লুক অবশ্য আমাদেরকে জানাল যে এ রকম ঘটনা যে কখনও হবে সেটা ও আঁচ করছিল বহুদিন ধরে। প্যারিসে পৌছে বিখ্যাত Folly Bergerএ ক্যাবারে শো দেখতে গেলাম। নর্তকীদের অঙ্গ ভঙ্গিমা অপূর্ব। পরদিন ১৭ই জুলাই আইফেল টাওয়ার, ভার্সাই, সারা পৃথিবীর প্রখ্যাত শপিং ও ফ্যাশনের কেন্দ্র Champs Ellysees, অ্যাভিনিউ দ্য ইটালিয়া অপেরা, মোলা রুজ ইত্যাদি দেখা হোল। আইফেল টাওয়ারের উপর থেকে সমস্ত প্যারিস্ শহরের বিস্তৃত দৃশ্য খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। এই ট্যুরের গ্রুপ ফোটো এখানেই তোলা হোল। ভার্সাইএ Festivities Room এ যে ধরণের বিলাসিতা ও জাঁকজমকের পরিচয় পেলাম তাতে বুঝতে অসুবিধা হোল না কেন ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল। প্যারিস্ ছেড়ে আমাদের বাস্ লন্ডনে ফিরে গেল। আমরা আর লন্ডনে না গিয়ে আর একদিন প্যারিসে রইলাম। তাই ঐ দিন সবাইকে বিদায় জানাতে গিয়ে অজান্তে চোখে কয়েক ফোঁটা জলও এসে গেল। আমার ছেলে রাজর্ষি ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট,ওর তখন বয়স ছিল আট। ওকে সবাই খুব আদর করত। জায়গা দেখে ও ছোট ছোট স্যুভেনির কিনে ও যে এই সফর খুব উপভোগ করছিল, সেটা ওর হাবভাব থেকেই বোঝা যেত।

এই ট্যুরে খাওয়া দাওয়ার কথা কিছু বলা দরকার। প্রতিটি দেশেই সকালে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট ও দুপুরে কোন স্যান্ডউইচের লাঞ্চ খেয়েছি। একমাত্র ডিনারেই খাবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকমের ছিল; ফিস, চিকেন, স্টেক, ভেজিটেবল্ সহ। তবে খাবার জিনিসের দাম আমেরিকার তুলনায় দুই থেকে তিন গুন ছিল। ১৭ই জুলাই রাতে প্যারিসের মেট্রো চড়ে দেখলাম। এই মেট্রোরেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল রাবার টায়ার গাড়ী গুলিতে। ফলে এই সাব্ওয়ে অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ। পরদিন ১৮ই, জুলাই সুপ্রসিদ্ধ Louvre মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এই মিউজিয়াম এত বড় যে একদিনে কিছুই দেখা যায়না। তাও মূল দ্রষ্টব্যগুলো, যেমন লিওনার্দো দ্য ভিন্সির মূল ছবি মোনালিসা ও মিশর, গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখলাম। ঐ দিন সন্ধ্যায় ট্রেনে প্যারিস থেকে হলান্ডের অ্যাম্স্টারডামে রওয়ানা হলাম। ইউরোপের রেলে এই প্রথম চড়লাম। ট্রেনে খুবই ভীড় থাকায় বিশেষ উপভোগ করিনি। পরদিন ১৯শে জুলাই সকালে ট্রেন অ্যাম্স্টারডামে পৌছাল। এই শহর খাল বিলে ভরা। তাই একটা বোট রাইড নিয়ে শহরের দ্রষ্টব্যগুলি দেখলাম। খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এই শহরের। সময় আর বেশী না থাকায় অন্য কোথাও যাইনি। ট্রেনে ডাউনটাউন থেকে এয়ারপোর্ট গেলাম ও দুপুরে কে-এল-এম ফ্লাইটে অ্যাটলান্টা রওয়ানা হলাম।

এই ট্যুরে লক্ষ্য করেছি সুইজারল্যান্ড ও হলান্ডের লোকেরা ইংরেজী ভাষা বেশ ভালই ব্যবহার করে। ফ্রান্সে খুবই কম লোক ইংরেজী জানে, যারা জানে তারাও ইংরেজীতে কথোপকথন একেবারেই করতে চায়না। ফ্রান্স ও ইটালি এই দুটো দেশেই সুপ্রাচীন সভ্যতা ছিল, কিন্তু ফ্রান্সের লোকেদের মনে হোল সে নিয়ে অনেক দম্ভ, কিন্তু ইটালির লোকেদের তেমন কোন অহঙ্কার দেখিনি। এই অল্পদিনের সফরে ইউরোপের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে যা জ্ঞান লাভ করেছি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যা জেনেছি, নিসর্গ প্রকৃতির যে শোভা চোখে দেখেছি, সর্বোপরি এভাবে অবকাশ যাপন করে যে আনন্দ পেয়েছি, সেটা বহু বই পড়ে, বা বহু ছবি দেখে কখনও সম্ভব হোত না। সেইখানেই ঐ ভ্রমণের সার্থকতা।

****

Yes, Yes, Yes, My Lord

S. Mitra

On one of my trips to India about twelve years ago, my mother told me of the wonderful experience she had during her pilgrimage to Kedarnath and Badrinarayan temples. Her eyes glittered while she described the breathtaking and the enchanting view of the ice-capped Himalayas and the cascading rivers flowing from eternity. I could sense that the atmosphere inside and outside of the famous temples charged with the pilgrims heartfelt devotion is something that she will cherish the rest of her life. She then mentioned that one of the fellow pilgrims she went with is a great devotee whom I would like to meet. In fact, he knows about my homecoming and is expecting me.

It turned out that Kiron babu is a descendant of one of the wellknown families who settled in Calcutta many years ago. My father-in-law knew that family from his childhood as he himself grew up in that neighborhood. He himself took me to Kironbabu's house and introduced him to me as a great Vaishnava. To that Kironbabu's instant reaction was " no, no, that is not true, I am a mere servant of a servant of a servant ..... of a Vashnava". His genuine expression of humility immediately touched my heart.

I met him a few times after that. I read earlier that it is very difficult to see or experience God but it is not that difficult to find one who had a close encounter with Him. While talking to him I sensed that I am in the company of such a man. I asked him about his life and the following is a brief summary of what I gathered from him in his own words as I recall those dialogues.

I finished my B.A and joined the jewellery business of our family. For many generations, our family is wellknown in the city as one of the best in the profession.. However, I was an atheist and my well-meaning friends respected my attitude towards life. I was about 50 when during one of my visits to a friend's house my eyes suddenly got fixed at one of the books on his bookshelf in the living room. That book happened to be Srimadbhagavadgita, a book I only knew by name. Suddenly, I do not know why, but I had the urge to look at the contents of the book and I asked my friend if I may borrow it. With a surprised look in his eyes, he consented.

A few days thereafter, I met him on the street during my morning walk. He said nothing about the book or about the sudden change of my heart. He casually mentioned that his Guruji is coming to visit him and to celebrate the occasion he has invited a few people to listen to his discourses. The Guruji is a great Vaishnava, well versed in the scriptures and is an excellent speaker. I shall be welcome if I would like to listen and may even talk to him later if I want to. I felt that it will be rude to decline, so I accepted his invitation.

On the appointed day I went and quietly sat with the others who have come to listen to this Sadhu. As he entered the room I had a strange feeling that the man I am looking at is so very different from all the others I know. He greeted us with a mesmerizing voice. I listened spellbound as he expounded on one of Lord Krishna's mischievous childhood tricks as narrated in Srimadbhagavatam. I decided to wait after the talk till I felt it right to approach him. When most of the visitors had left I went to him and said that I have not looked at any of the scriptures until recently when I got hold of a copy of Srimadbhagavadgita. I have started browsing the book but I do not know the right way. He did not let me say all that I had in mind when he interrupted. His first few words to me were, " You have started to read that great book from the point that is quite right for a beginner like you.. In fact, Ch.10, known as The Meditation on The Divine Glories is an excellent beginning ". I was speechless when he said those words because when I opened the book randomly to start reading for the first time it turned out to be the beginning of that very chapter. Right there I prostrated before him and requested him to guide me.

I believe it was during our next meeting he asked me whose commentary of that book I was reading as if he did not know. I asked him if that matters. He said, " many authors have written commentaries on Gita and there are differences of opinion. At times they may confuse the reader. " I replied that I would then read only the verses as written in the text and try to understad as much as I can. At that point he blessed me and said, " that is the way to read Gita and if you are sincere the ideas will be revealed to you. "

A new chapter of my life began and with my Guru's assistance I started my jouney to a new world. I found a vast treasure open before me and I found it to be too much to keep it to myself. Naturally, I had misgivings about the Lord's warning to Arjuna in Ch. 18 of the Gita that this secret teaching should never be shared with those who are nonbelievers and disrespectful. I thought that the Lord could not have meant that and I took it upon myself the responsibility of sharing this wonderful teaching with others who do not know what precious things they are missing in their lives. As a beginning I tried to recruit a few of my friends to start a study circle. It went on for a couple of years but gradually the interest fizzled out. I acknowledged defeat.

You know when we are mistreated by life or when tragedy strikes we often remember the good Lord and look for solace from sources we never sought before. A few of my acquaintances later approached me if I can meet with them at my spare time as often as possible and read from Gita and other scriptures. I could very well see their suffering and at that time I was so moved by their sincerity that I agreed. I do not know what I have accomplished to deserve such confidence but I was surprised to see the honour bestowed on this unworthy and a lowly person as myself. We continued to meet for some time and as before the interest weaned. Disappointed I withdrew myself and desperately began my search for that direction in life that I can sincerely pursue.

My Guru once told me that one should try to establish a private line of communication with the Lord. Not knowing exactly what he meant I tried to start a dialogue with the Lord or perhaps it was a monologue of sorts. I told Him point blank that I have not learned my lesson and I still shall not say no if I am approached by people to talk to them about You. It was then that I was spending some time in our shrineroom everyday and trying to engage the Lord in a contract by asking Him to accept full responsibility of my thoughts and spoken words as long as I am near His alter. Knowing myself, I could not in good conscience, ask that favor from Him at all times. I had a pretty good feeling after that though, since now it is upto Him to accept or not to accept the challenge. As far as I am concerned, I have done my part as much and as well as I can. The ball is now in His court. I may add that I also threatened Him so that if my thoughts in sacred places turn out to be unworthy, the blame will be His.

Once again, I was approached by another acquaintance with a request that I speak on any religious topic of my choice to a group of people he would like to invite at his home. As I promised to myself I said yes and encouraged him to go ahead with his plans. Days and months passed during which I met him on several occasions but he gave no hint to our earlier serious conversation about holding a religious session. More than a year later in a public place of worship he got hold of me and strangely enough, made the same request. It sounded like he was checking with me for the first time if such an arrangement can be made at our mutual convenience.

In a flash the realization came to me how most of us go with our lives defining our needs and assigning priorities. Words started gushing out through my lips and those were - listen, you made the same request more than a year ago and in all this time you couldn't do it. We feel such need at unfavorable times like when we are in distress. A typical environment that triggers such a thought is the cremation ground. There, we recognize the futility of our lives' wanderings and remember God. But that feeling does not last for long and we soon regain our not so descent composure and continue our search for happiness in the same old ways. Come back when you really mean it.

The man left in a hurry. Surely his ego was badly hurt. It was bad for me in terms of public relations. I turned to the Lord and cried what have I done. I believe it was then that the monologue turned to a dialogue. The voice of the Lord thundered, " Didn't you ask me to take charge of your thoughts in a sanctuary ? That man earned the reprimand. " The inner voice continued, " didn't you very much desire to see if I really have taken the charge ? Well ? Didn't you ? "

I realized that the Lord has indeed taken the charge. He released me so that I can accuse Him for wrongdoing. He has released me again to answer Him. With joy overflowing my whole being I turned to Him and said,

Yes, yes, yes my Lord.

EXTENSION

Ranès Chakravorty

I thought of Mejokaka this morning. Across a hiatus of 7000 miles, half a century and a totally different lifestyle, I had little reason to remember him. A minor incident at the office nudged my distant memories awake.

Tom, my friend and colleague, walked into my office this morning, the day's newspaper in hand. "Ron," he said, "what sign are you?"

"Sign? What do you mean sign? I don't know what you are talking about!"

"Well, what I mean is when were you born? Under what sign of the Zodiac?" Tom has a tendency like Reagan to start each sentence with a "Well."

I was amazed. I have known Tom, I thought well, for quite a while. He is a cool character, suave, sophisticated, almost unflappable. I had never thought he would be interested in astrology. Maybe he was pulling my leg.

"I don't know what sign I was born under. My birth date is in the earlier part of January."

"Well, too bad. You are a Capricorn. The horoscope column in the newspaper says that today is a good day for Aries to win a lottery. With three million as the jackpot, I would have asked you buy a ticket, had you been an Aries."

"Do you really believe in that junk?" I asked, surprised.

"Of course I do. You, of all people, should be more sensitive to astral effects I would have thought." He was of course reflecting on my close connections to the mystic east – probably not realizing that Calcutta, the metropolis I came from, is quite a bit more eclectic than most western cities.

"But no – you have been here too long. You have become as materialistic as most of us. I have had a horoscope made recently and things are falling into place."

With that he left – disappointed – both in my materialism and my wrong zodiacal sign.

That exchange is what brought back strong and fond memories of my childhood and of the people who circumscribed my early experiences. Mejokaka was one of these people who loomed large in my young life. You have to understand some of the peculiarities of that society half a century ago.

Ours was a joint family – mentally if not physically. Every person had a designated place and function in the framework of that society. Older people were seldom addressed by name by us youngsters. Rather, they were known by their relationship to any member of the extended family. Thus Mejokaka meant the second oldest male of my father's generation. He was a cousin of my dad's – I do not remember his given name today, but that was extraneous. You would never call a senior relative by name – that was bad manners.

My dad was the eldest of the clan and was called Dada (elder brother) by all his numerous siblings and cousins. He was a well-established person, successful professionally and financially, often asked for and freely dispensing his wisdom and support. The members of his large extended family would regularly come to visit with my mom and dad. Most weekends we had a whole slew of relatives at our place. Indeed Dad had bought a sizable cottage not too far from the city where he would hold court on weekends – welcoming and entertaining his many relatives and friends. This, by the way, was the established pattern of society then – unthinkable as it is today.

As I have said before, Mejokaka was a cousin. He was himself quite a successful person – office manager in some type of flourishing business, I forget what. I remember him as a tall well-built man – very pleasant to

all. He was even interested in the activities of us children. Fiftyish, he lived alone in a somewhat gloomy house in the old part of the city. His wife had died some years back and his only son worked in a distant place. Seldom did Mejokaka fail to come and join his Dada at the Sunday gatherings – though he would always return to his home, however late the hour.

One Sunday Mejokaka seemed somewhat subdued, even anxious, at the gathering of the clan. We children noted that but dared not ask why. He had a long and private discussion with Dad and we heard my father tell mother that Mejokaka would be coming and staying with us for a few days. That was unusual but welcome news, as he was an entertaining companion for the youngsters.

Indeed Mejokaka came in that same night with a few of his belongings. On Monday we had to go to school and Dad left for his office as usual. When we returned, Mejokaka was still home – he had not gone to work! He appeared, for him, quite subdued. Dinner that night was much less fun than usual. Dinner was always a fun time as a relative or a family friend would often drop in unannounced and we loved the many discussions and stories that went around during the long hours of dining. We realized something portentous was going on but had no idea what.

Tuesday was a repetition of Monday, though by the evening Mejokaka seemed to have recovered some of his good cheer. This day also he had spent at our home – absent from his work.

Wednesday morning he had breakfast with us and left for work, humming a tune. Mother said he would return to his own place from work.

That night we asked mother what had happened to Mejokaka and this is what she told us. Like most people of his time and class, his parents had had a detailed horoscope prepared for him soon after birth. It must have been similar to many others that we had seen. These were on long rolls of handmade orange-red paper mounted on rollers. The scrolls had cabalistic zodiacal signs on them and were filled with line after line of crabbed spidery writing.

The astrologer generally predicted presumed particulars of the life and times of the proponent year by year, mentioning the good times and the bad that could be expected. The extent of detail depended upon (I think) the fees paid. Mejokaka's horoscope had been cast and included up to the end of the fiftieth year of his life. At the end of this year the astrologer had quit without any explanation. He had not predicted death or illness at the end of the fiftieth year – indeed he had made no extraordinary predictions for the last few weeks covered by the horoscope! Maybe he had thought that in spite of his calculations Mejokaka would already have died – after all people then seldom lived after fifty years. The astrologer might have considered fifty years of calculations enough for the fee he had been paid. Whatever the reason, Mejokaka's horoscope ended after his fiftieth year of life!

So, unsure of what was going to happen, puzzled and even feeling helpless without the comforting and vague guidelines of his long and faithful (though seldom very accurate) companion – Mejokaka had sought the safety and support of his brother's family on the day his horoscope ran out!

After two days, when the sun still rose in the east and set on the west, and the world around went on its slow uncaring course, Mejokaka was finally relieved of this incubus of his horoscope.

In later years – Mejokaka was quite proud of having outlived his horoscope. He would sometimes state that he was "on extension" having run out his predicted tenure.

Reflections on the Celebrations of the 50th Anniversary of India's Independence

Pranab K. Lahiri

The recent celebration of the 50th anniversary of India's independence in Atlanta gave me an opportunity of introspection about the role of Americans of Indian origin both as regards our life here in the United States as also our ties to the land of our birth. I realized that our community has matured. Concerns about the initial immigrant problems, the cultural shock and the family upheavals that follow immigration are no longer the only concerns. Assimilation in the mainstream has become a major theme. A large number of Indians have been in this country for many years and the second generation has come of age. It was great to see a number of Indian-Americans of both the first and second generations who are contributing to and enriching life in the United States in different ways. The stereotype of an Indian as a physician, engineer, or professor is no longer valid. Indians are myriad and encompass all levels in education, in occupations, in wealth, in outlook, in culture – in fact, in everything.

A young Indian lady born and raised in the Philippines who earned a Ph.D. in Performance Studies spoke about looking for identity in dancing. 'Dancing to be an Indian' was the topic of her presentation. She also spoke about the fusion of Indian and Western dances. A second generation young Bengali neuro-radiologist has a passion about two diverse things – Art and Medicine and gave a presentation on Modern Indian Art. Mention must be made of an Indian immigrant who is the President of a University and another who is the Chancellor of a University Law Center. Both spoke about different aspects of the contribution of Indian Americans in the U.S. Then there were three young reporters from very prestigious newspapers such as the Wall Street Journal, Fortune and Forbes. Their concern and knowledge about modern India were very impressive. A unique person who belongs to the mainstream politics was the twenty-eight year old Minneapolis born Satveer Chaudhary who is a State Representative in the Minnesota State Legislature. I was very impressed by Representative Chaudhary's presentation about "Our Social and Political Responsibilities." He explained that right from his High School days he showed up regularly in political and social meetings in his area and how he gradually became a part of the Democratic party. He has proved that in Politics and Society, at least in local levels, it is much more important to 'show up' and give your time to causes. It opens many more doors than money. I have no doubt that as time passes, Representative Chaudhary will move from the state elective office to the national level.

I also met during the celebration, a very bright young lady of Indian origin who co-hosts a daily morning show of a local major television station. Born in India, she grew up in Tennessee. She emceed the program at the Atlanta Civic Center with uncommon grace and charm.

I must mention an important fact that made me full of pride and faith in the future of the Indian community. The number of participants for the program at the Atlanta Civic Center was over two hundred. The hall was completely packed. I have always heard Indians are very good in solo efforts but when we get together in large groups, we fail to produce the best due

to lack of teamwork, discipline, and cooperation. The program started on the dot at the scheduled time and ended exactly as planned. A great achievement indeed.

The account will not be complete without mentioning the publicity that India and Indian community received from the Atlanta Journal-Constitution. The newspaper published illustrated features covering several pages on the Sunday before 15th of August 1997. There were other write-ups on other days. I will remember that a reporter of the newspaper (whom I do not know and have not met yet) called and interviewed me about my personal experience of the happenings of August 15, 1947. From her name I knew that she was of Bengali origin, but she was more comfortable speaking to me in English. She asked me about what I had seen and what I did on that historic day. She called me several times and asked many other pertinent questions. Finally the article written by her which was published in the paper was very good. It was refreshing that news about India was something other than natural and man-made disasters. I think that American business has started thinking positively about India. This country has started realizing that there is great potential for mutual cooperation and business development with India. In recent years many large corporations have invested and established operations in India. India has tremendous potential. There is a large highly skilled work force proficient in English. India has an established rule of law and has been a democracy for fifty years with many changes of government through the electoral process. Unlike in many neighboring countries, there has never been a military coup. Earlier this year Bill Gates visited India and liked what he saw and Microsoft now has a good presence there. President Clinton will visit India in November of this year – the first U.S. President to visit India in almost twenty years. I am confident that U.S.-India ties will blossom and flourish in the near future. It is very understandable therefore that the U.S. media and Americans in general will have a more positive view of India.

The overwhelming impression that I shall carry from this celebration is of joy and anticipation. I am impressed with the assimilation of the second generation in the mainstream of American life and am convinced that we bring to America an important heritage which will enrich life here. I am full of HOPE.

RESISTING THE MILLENNIUM

When the millenium comes, we'll need new metaphors,
For my someday son will never be a carbon copy of me,
And his mother's advice will never seem a broken record.
When the millenium comes, let's greet it irreverently,
Creep out of the house as it seeps in through the windows,
And find a sheltered place where a lit fire keeps it at bay.

Let's read our books before they start their bonfires,
Spread our blankets out on the grass, eat real cheese,
Seek pitted peaches, grapes with seeds,
Spend the day finding that perfect tomato, bite it whole,
Wolf it down with gusto, let the seeds dribble down our chins.
I'll find my last pair of pants with no label, a clean shirt
No committee approved, which touts nothing at all.

Let's walk hand in hand into the sunset, whistling
"Nice Work If You Can Get It" in our own,
Un-re-mastered voices, butcher it as we please,
Into little tiny pieces not even the trained nit-gatherer
Can splice together, tweaking the digits, all zeros, no ones
Into a masterwork rivaling Ella's best, if not Billie's.

I promise you no more Kodak® moments,
Nothing at all that adds life, nothing praised
Over and over on billboards, packaged, processed,
Marketed after a marketing survey, approved,
Improved, family-size, or a special value.
There will be nothing free, nothing half-off,
Just the plain, unvarnished joy of the day.

-- Yasho Lahiri

YIN & YANG

Childhood turns to adulthood
Adventurous must I cease to be?
Leave every boulder unturned must I,
fearful of what underneath may be?
A new path, a new road,
a new life, a new hope?
Or will it be disaster?
Uncalled, unloved; not asked for.

But whatever it may be,
isn't it better to risk, to gamble
than to fear, to let it be?
Pandora's Box I may open,
bringing devils, demons and despair!
But the selfless box contains as well,
Hope, Love, Affection and Care.

So let it be – Laissez Faire,
For one man's joy is another's sadness.
So why debate on this eternal madness?
The adventurous will discover, the sedate will stay.
The world needs them both – "Yin & Yang," the Chinese say.

So burst forth, be what you want to be!
Discover, enjoy, see what you want to see!
Or be sedate, sit at your place and present the world its stable face.

-- Rit Chandra
(New Delhi, India)

THE GOLDEN EAGLE

She soared in the sky,
Brilliant, golden wings spread high.
As she arrived at the cliff, she lifted up a large leaf,
And stared in a shock and grief.
Her beautiful golden eggs were gone,
Her nest was shot at with a gun.
Shot by a soulless creature,
Roaming in her frontier.
A single, solitaire tear spilled from her eye,
And splashed on the ground nearby.
I felt the dull splash,
As I saw a brilliant golden flash.
She cried, screamed out loud,
As she plummeted towards a cloud.
She dropped a golden feather,
Next to a clump of heather.
She began soaring in the light blue sky,
Then to me she began to cry.
"Oh! Help me, dear friend,
Or my life, too, will come to an end,
I will die."
I watched, helplessly, I could do nothing,
My eyes began to sting.
All of a sudden, I heard a loud shot,
At the end of the lot.
The sound shattered my heart,
Her cry was tearing my soul apart.
I felt angry at the cruel man of the land,
Who ruined lives with a movement of his hand.
He brought grief and untimely end,
To my dear, golden eagle friend.
My heart broke, as I thought,
Of the eagles of the past that had been shot.
My pain was so great,
As I had to wait.
Then – I heard a cry of help,
A soft yelp.
My heart beat faster,
As I ran across the pasture.
At the edge, a golden heap,
I cried with relief.
Then I saw a deep wound that had grown,
And – a soft last moan.
I listened to the dull tone,
I realized that I was alone.
She closed her eyes,
She had paid the price.
I broke down and cried,
The golden eagle mother had died.

-- Monalisa Ghosh
(Monroeville, Alabama)

VERBAL VIEWS

What we say
With all different types of verbal spray
From slow to supersonic
Bengali to Ebonic
There isn't one way
For what we say
We mix and match
The language
For what we speak, no one can catch
Or understand; varied slang
Comprehend; only by small groups of friends
Sentences create
Contemplate an award winning debate
With how you state the mess
That the rest is not ready to digest
My digestion
Sees no limit to my expression.

-- Rajarshi Gupta

MIND

Open canvas
Wide open spaces
Places and spaces and time
Beginning blind
Caught up with thought
Filling like water in a dam
Cramming ideas like being filled to the brim
Never full, so never dim?
Generation X?
Now generation MTV and generation sex
No, just generation TV and generation less
Less ways to use my mind to the fullest?
Yet it's never full?, so never quit
So I give you a piece of it
Peace of mind, never
Never dull
Using it better now; pieces come together now
How?, I use time to the fill the filling spaces
Progression of the filling canvas.

-- Rajarshi Gupta

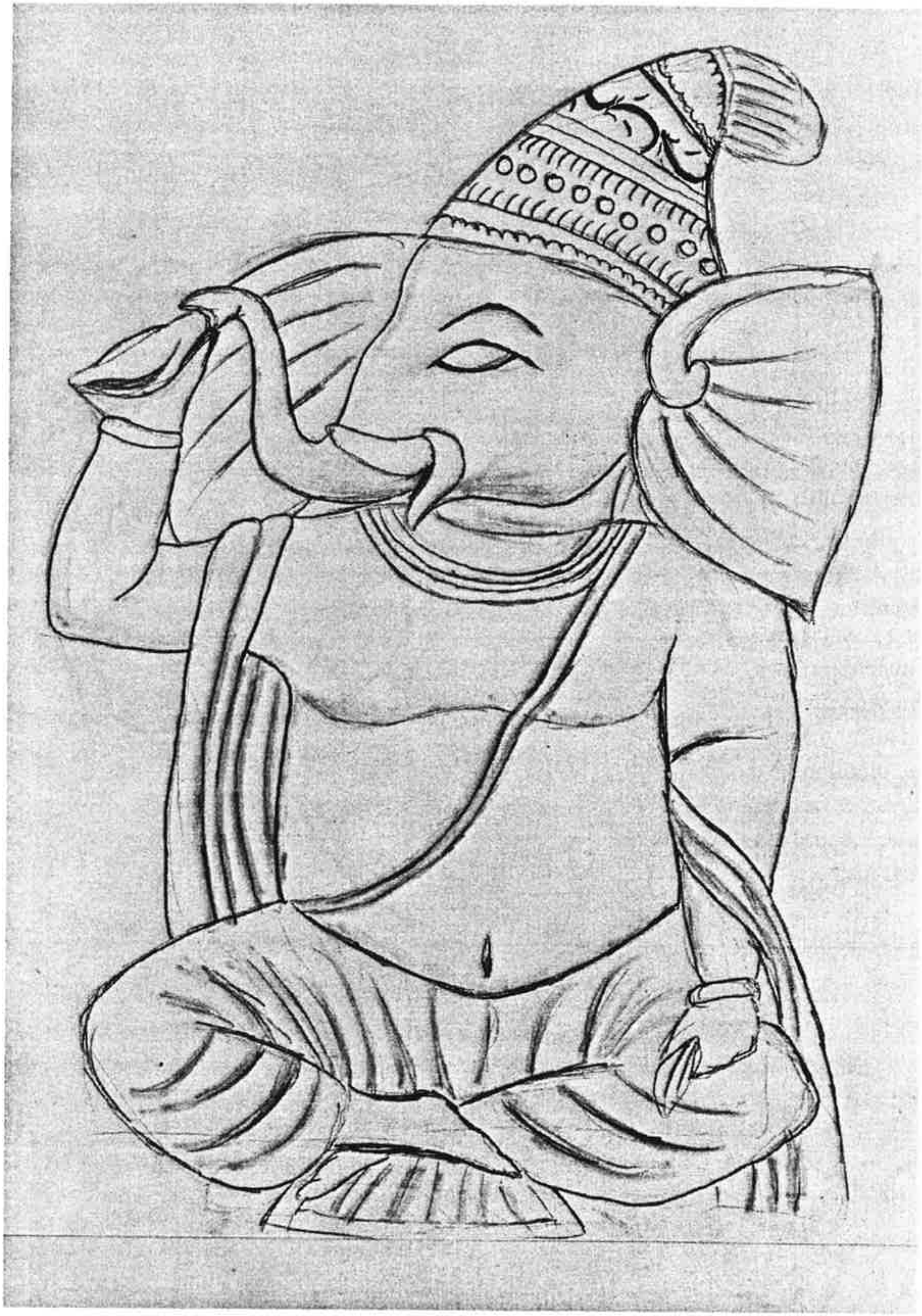

Drawing -- Marjorie Sen

OUTSIDE

I like to sit outside
and look at Nature.
Find animals that hide
from their danger.
I like to watch birds that fly,
flying above,
way up high.
I love the scent of flowers,
with lovely green stems,
that are tall, but not like towers.
The sky looks beautiful at the crack of dawn.
It has a lovely glimmer across the people's lawn.
I love to look at tall trees,
climb upon them,
and wait for a cool breeze.
I love the sound of rain.
It gives me a sensation
that is not at all strange.
I do not like lightning,
because it is rather frightening.
I love outside, because it has objects
you can't find inside.

-- Priyanka Mahalanobis

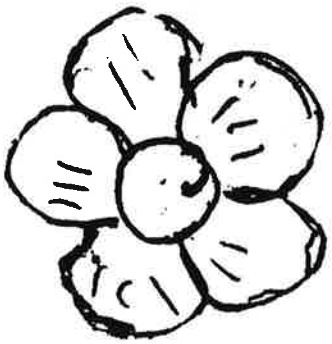

RAHUL
BASU

THE ALLIGATOR

If you've felt the Grizzly's Paws
 You don't want to enter the Alligator's Jaws.
With a Frightening Grin and Reptilian Eyes,
 Those two things make you hypnotized!
But since the poor thing is almost gone,
 We should save it like a deer protects its fawn.
But beware if you're near its den;
 For the alligator just might mistake you for a hen.

-- Rahul Basu

ONLY ONE MOTHER

Hundreds of butterflies hovering over bushes;
Hundreds of lakes and rivers and royal blue-colored streams;
Hundreds of dunes which the wind gently pushes;
Hundreds of deer running in the meadows of green.

Hundreds of flowers in the vast fields;
Hundreds of insects doing something or the other;
There are many of these things, their fate is sealed;
But you will have, only one, real mother.

-- Rahul Basu

KRISHNA

The blue God of Hindu myths,
Born in the month of Shravana.
Son of Vasudeva and Devaki –
Yashoda's mischievous boy child
Who stole butter from the milk maids.
The cowherd from Vrindavan,
He charmed Radha with his flute.
Destroyer of evil –
Slayer of Kaliya –
Friend of the Pandavas –
Charioteer for Arjuna –
The beloved God of Hindu myths.

-- Mohua Basu

MOHUA BASU

TURKEY TALK

Joe Bhaumik, Age 11

Hi, I'm Drew, and I'm a turkey. It's the day before Thanksgiving. There is a fat butcher after me. Whoa, that was a close one. "I'm going to get you sometime," said the butcher.

"Yeah, that is what they all say," I snapped back.

"All right, I'm far enough from the butcher now. I'll introduce you to my family. My dad's name is Rick. My mom's name is Mary. My brother's name is John. We all go to the gym in Turksville so we can get skinny. That way the butchers want us last.

This year we hadn't worked out very much. We were having a hard time running from the butcher. We were still pretty skinny for turkeys. We were the second to the last family picked. But I'm glad I don't look like the very last family. They were as skinny as twigs.

My brother and parents have found a good hiding spot. I can't even find them! Hey, Dad where are you? If I want to live I better pick up some speed.

Ouch! I'm getting a cramp. I've got to stop. Ah! The pain! The hurting! This is it folks. The butcher threw his knife, and now I'm dying. I, I forgot to tell you where I lived, so I'll, I'll tell you. I lived in Montgomery, Alabama.

Now I'm sitting on the table letting kids eat my legs and grownups eat my wings. Now look at me. I'm even skinnier than a twig.

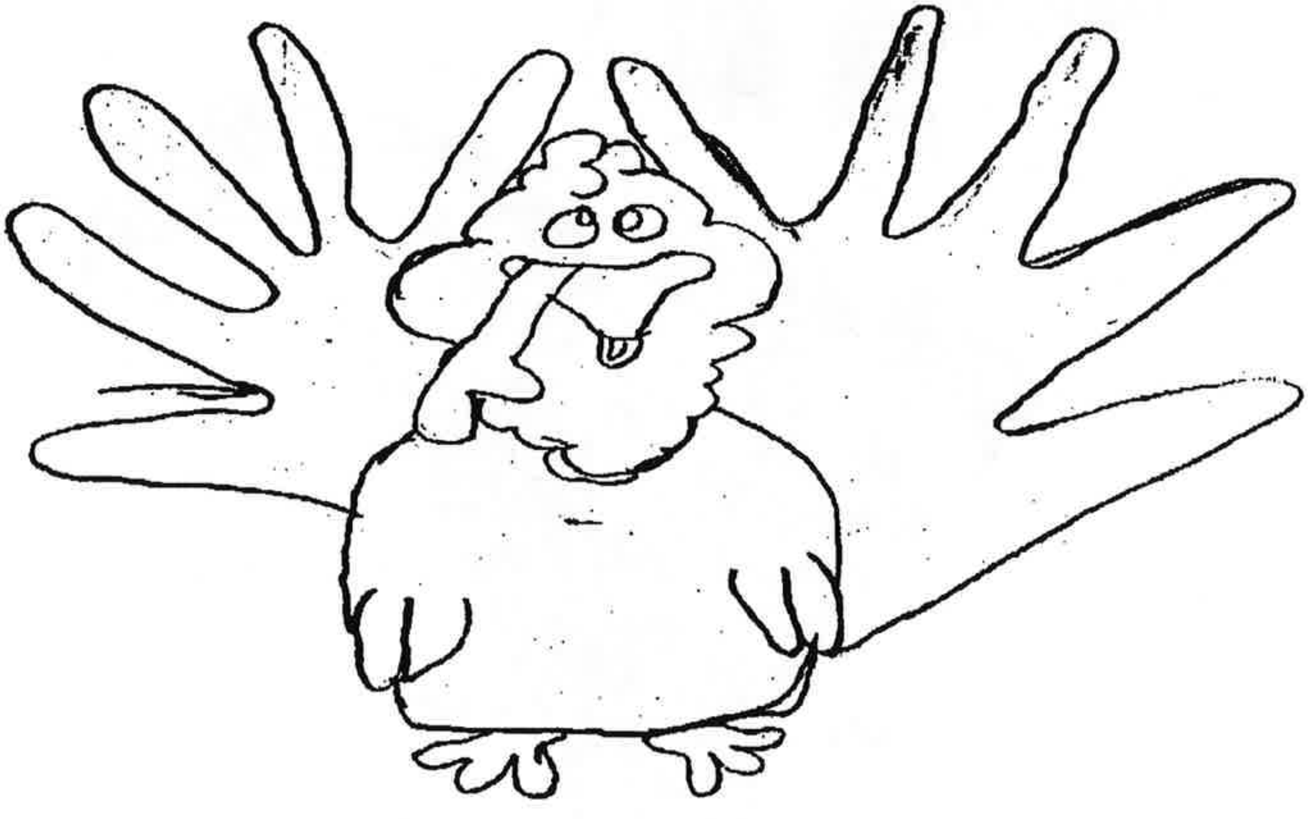

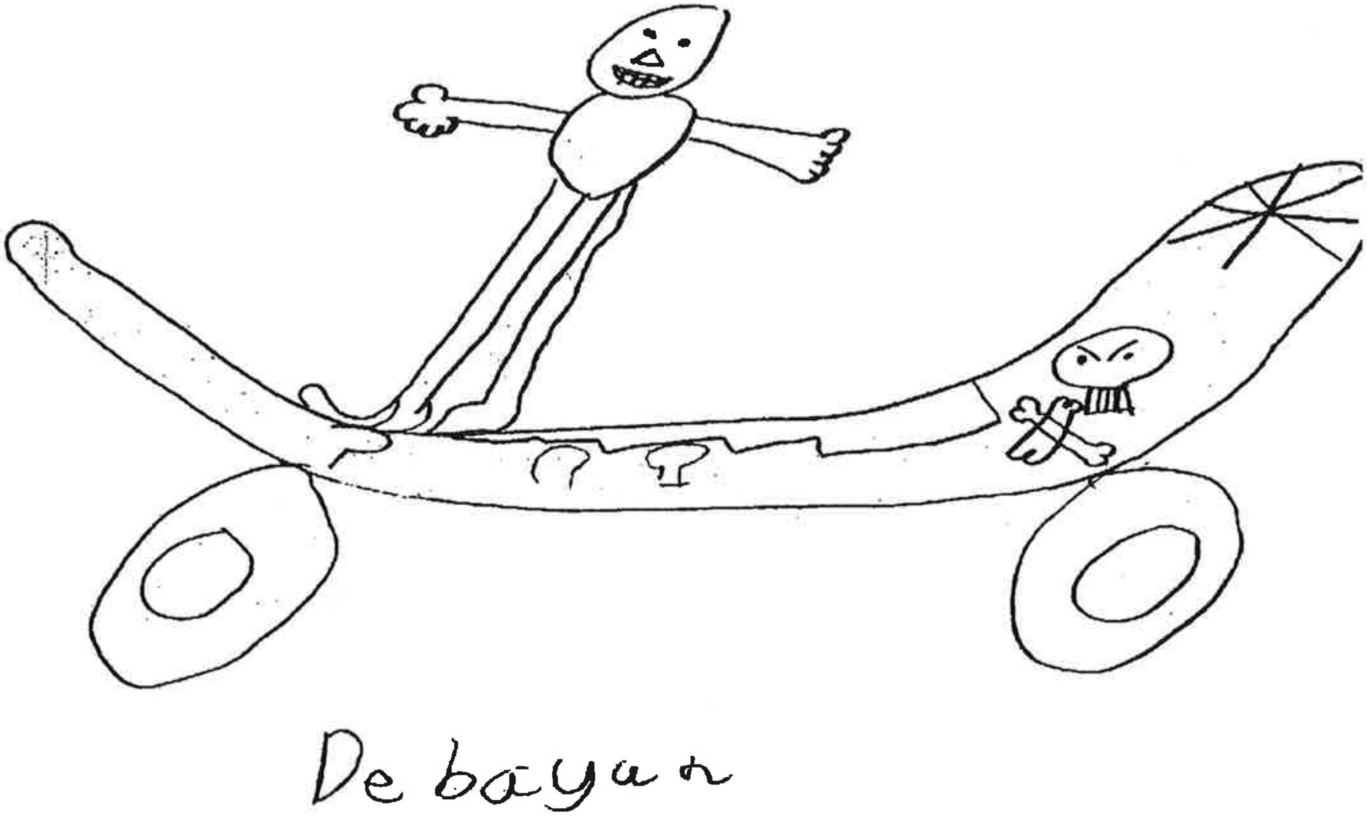

Skateboard
By Debayan Bhaumik (Age 7)

ENTERTAINMENT PROGRAM

October 4, 1997 – 4:00 P.M.

1. Opening Song	Jayanti Lahiri and Suzanne Sen (Vocal), Marjorie Sen, Amitava Sen, Bappa Basu, Asok Basu, and M.H. Akmal (Instrumental)
2. Solo Dance	Reshma Gupta
3. Group Dance	Mohua Basu, Atasi Das, and Priyanka Mahalanobis
4. Patriotic Songs	Asok Basu, Mamata Basu, Sweta Bhaumik, Madhumita Chatterjee, Susmita Datta, Jayanti Lahiri, Reba Mishra, Somnath Mishra, Krishna Sen Gupta, Saibal Sen Gupta, and Amitava Sen (Tabla)
5. Solo Dance	Mitun Gupta
6. Musical	Madhumita Chatterjee, Samir Chatterjee, Sanjib Datta, Soma Datta, Susmita Datta, Mitun Gupta, Rajashree Jena, and Saibal Sen Gupta
7. Solo Vocal	Indrani Ganguly
8. Bharatnatyam Dance	Sanjukta Basu
9. Solo Vocal	Asok Basu
10. Group Dance	Choreography – Kakoli Basu

INTERMISSION (10 minutes)

11. Play: "Chhutir Phandey" by Samaresh Basu

Sanjib Datta, Soma Datta, Soumyakanti Das, Samar Mitra,
Pranab Lahiri, Goutam Gupta, Kalpana Das.
Lighting: Bijan Prasun Das, Costume: Kalpana Das
Direction: Jayanti Lahiri

SYNOPSIS OF THE PLAY "CHHUTIR PHANDEY"

"Chhutir Phandey" is a comedy. Gitin Ghosh, a competent young Chartered Accountant, called in sick and went on vacation with his newly married wife Jayati. The first evening they drove to a 'Dak Bungalow' and checked in. As luck would have it, Gitin's boss P.K. Bhattacharyya (nicknamed Pickvote) arrived the next morning at the same place on business. Bashir, the caretaker of the place assured them of safety. Still, Jayati got caught by Pickvote. She did not disclose her identity to him. Things got almost out of hand and with the help of Chitta and Rana, two local associates of Gitin, the couple escaped. In the mean time, Mr. Gupta, the local liaison of Pickvote, had put in an ad in the paper announcing that Jayati was missing. Her mother appeared on the scene very worried and finally they were trapped by police but Pickvote's strange sense of humor prevailed and the play ends on a sweet note.

উত্তর আমেরিকার সপ্তদশ বঙ্গ সম্মেলনে পূজারীর তরফ থেকে নাট্যাভিনয়

এই প্রথমবার পূজারী থেকে আটলান্টার বাইরে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হল। তাও আবার উত্তর আমেরিকার সপ্তদশ বঙ্গ সম্মেলনে **ফিলাডেলফিয়ার ভ্যালি ফোর্জ কনভেনশান হলে** ১৮-২০ জুলাইয়ে। এই সম্মেলনে উত্তর আমেরিকার সতেরোটি সংস্থা থেকে নাটক পরিবেশন করা হয়েছিল। নিউইয়র্কের ফ্লোরাল পার্ক থেকে প্রকাশিত 'উদয়ন' পত্রিকায় সংবাদদাতা প্রতুল ভট্টাচার্য্য দুটি মাত্র নাটকের ওপর মন্তব্য লিখেছেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সে দুটির মধ্যে একটি আমাদের। সেটির বিষয়ে তিনি লিখেছেন যে " **সমরেশ বসুর** লেখা আটলান্টার **পূজারী** অভিনীত **ছুটির ফাঁদে** নাটকটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে "।

কৌতুকজনক এই গল্পটির সংক্ষিপ্তসার হল যে কলকাতার মাল্‌টিপ্‌ল্‌ কন্‌স্ট্রাকশন কোম্পানীর একাউন্ট্যান্ট গীতিন ঘোষ মিথ্যে অসুখের দোহাই দিয়ে সদ্য বিয়ে করা বৌ জয়তীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পশ্চিমের একটা সহরের ডাকবাংলোয় এসে উঠেছে। ভাগ্যের বিপর্যয়ে পরদিন সেখানেই পাশের ঘরে সরকারী কর্মসূত্রে ঐ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার পি কে ভট্টাচারিয়া হাজির হলেন। জয়তী তাঁর সামনে পড়ে গেল। জয়তীকে তিনি চেনেন না তাই ডাকবাংলোর বেয়ারা বসির ও জয়তীর একটার পর একটা মিথ্যে কথায় সন্দেহ হলেও ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। গীতিন বড়ো সাহেবের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে জয়তীকে নিয়ে পালানোর চেষ্টায় তার এক স্থানীয় বন্ধু চিত্তর সঙ্গে ফন্দী করে কেঁচে গণ্ডুষ করে ফেলে। তার পরে চিত্তর বন্ধু রানার সাহায্য নিয়ে ওরা শহর থেকে পালায়। কিন্তু সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ গুপ্তা যিনি মিঃ ভট্টাচারিয়ার তত্ত্বাবধানের জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি ভট্টাচারিয়ার নির্দেশে জয়তীর পালিয়ে যাবার খবর দিয়ে কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে জয়তীর মা বিজয়া চক্রবর্তী ওখানে এসে হাজির হন। তার একটু পরেই মিঃ গুপ্তার সহযোগিতায় পুলিশের কাছে ওরা ধরা পড়ে যায়।

নাটকের চরিত্রলিপি -

গীতিন	-	সঞ্জীব দত্ত
বেয়ারা	-	সৌম্যকান্তি দাশ
মিঃ গুপ্তা	-	প্রনব লাহিড়ী
চিত্ত	-	গৌতম গুপ্ত
রানা	-	গৌতম গুপ্ত
বিজয়া	-	কল্পনা দাশ
জয়তী	-	সোমা দত্ত
ভট্টাচারিয়া	-	সমর মিত্র

প্রযোজনা - জয়ন্তী লাহিড়ী
মঞ্চস্থাপনা, আলোকসম্পাত ও শব্দযোজনায় - বিজন দাশ, সুশান্ত ঘোড়াই, অমিতাভ মিত্র ও কনভেনশান হলের কর্তৃপক্ষ।

শাখা প্রশাখা

শ্যামলী দাশ

আজ বিজয়ার বিকাল। একমাস ধরে হৈ হৈ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সব কিছু গোছগাছ করে ঘরে ফিরছি। মনটা খারাপ হয়ে আছে। ভেতরটা গুমরে উঠছে, তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেলো আবার এক বছর অপেক্ষা! ভাবছি কাল থেকে আবার office, বাস্তব জীবন, সারা দিন ধরে ছুটে চলবো একটা ধাঁধার মাঝে। কোথা দিয়ে যে বছর কাটাব, আবার একদিন সেই পুরানো সুর শুনতে পাবো পূজো আসছে - হঠাৎ শুনতে পেলাম ছেলে বলছে "Why, the good days departed so quickly! I have to go to school tomorrow!" মনে পড়লো ছোট্ট বেলার ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা গুলো। কতদিনের কল্পনা, কত ব্যাস্ততা, পূজো আসছে। বাড়ী ভর্তি আত্নীয়স্বজন, সারাদিনের অসুবিধা তবু কত আনন্দ, সবাই কত খুশী। খুশীর হাওয়ায় পাল তুলে সবাই মশগুল, পূজোর দিন গুলোয়, ছোট্ট বড় সবাই খুশী সবাই হাসছে।

প্রতিবার বিজয়ার দিন সন্ধ্যে বেলায় দেখতাম মার চোখে দু ফোঁটা জল! জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা, বাড়ীতে আসল ঠাকুর রয়েছে তবে মাটির প্রতিমার জন্য কাঁদছো কেন? মা বলেছিলো সুখের দিনগুলো তাড়াতাড়ি চলে গেল বলে! অনেক বছর বাদে মার পাশে দাড়িয়ে বিসর্জন দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে কখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে নিজেই জানিনা। খেয়াল হলো মা আদর করে জড়িয়ে ধরে বলছে, দুঃখের দিনগুলো তাড়াতাড়ি কাটে সুখের পথ চেয়ে! তন্দ্রা ভাঙ্গলো ছেলের ডাকে "Do you love me, Ma? Why, the good days departed so quickly! I wish Puja will come every week!"

তাকিয়ে দেখলাম মুখটা থমথম করছে। কদিন ধরে বাড়ী ভর্তি বন্ধু বান্ধব, ভাল করে ঘুমানোর জায়গা পর্য্যন্ত পাইনি, তবু পূজোর অপেক্ষায় আছে। ভাবলাম আগমনীর কি অদ্ভুত মায়া! সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে নূতন দেশ, সেখানে জন্মেও অপেক্ষা করে থাকে কবে পূজো আসছে কবে আবার আনন্দের দিনগুলো আসছে।

২৫ বছর বাদে এক সুরে বলে উঠলাম bad days and good days are always side by side, so you will not be able to tell which one is better!

গৌরবে মনটা পূর্ণ হয়ে উঠলো। ভাবতে লাগলাম বিশাল সমাজ এসে আমরা কেউ হারিয়ে যাবনা। আমাদের ঐতিহ্য শাখা প্রশাখায় জড়িয়ে যাবে।

MOON DANCING

There's magic in the air tonight,
The music of the spheres -
Just above my fingers' reach
I would hear it with my ears!

The proof is there, in grey-blue sky
Of summer's-end twilight,
For in her gown of shot silk hue
Dances the moon tonight.

Her head is towards me and around
In physics' perfect pull
Swings wide the chiffon of her gown,
A shimmering glowing jewel.

The color could not be described -
Not apricot, nor peach -
But truth and beauty need no words
If soul's third eye can reach.

Beneath the gown, I know they're there
Spinning and stamping still,
Her feet of gold from glorious joy
Of doing God's own will.

And from her feet spreads out around
Her magic sparkling ring:
Moondust kicked up to shower down
And make our own hearts sing.

So thank your God for all things good,
For ears and eyes up-glancing.
"When a ring's around the moon,
fairies will be dancing."

-- Suzanne Sen

When the world mourns
They remember you, Mother,
As the savior of the wretched,
The diseased and the dying -
And they speak about the slums
Of Calcutta.
My Calcutta -
The beautiful, vibrant, young
Calcutta -
Adorned with royal jewels,
They know nothing about.
Take her by your hand, Mother,
As you pass into time eternal,
Lest she be as fragile
As only a mortal princess!

-- Amitava Sen

PUJARI

ATLANTA, GEORGIA
STATEMENT OF ACCOUNTS

1996 DURGA PUJA AND LAKSHMI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
BALANCE FROM			
1996 SARASWATI PUJA	$ 2,797.01	ICRC HALL RENTAL	$ 520.00
DONATIONS	$ 4,244.40	SARIS FOR PRATIMAS	$ 92.00
ADVERTISEMENT	$ -	UHAUL RENTAL	$ 167.92
		TENT RENTAL	$ 210.00
		DECORATION/PROGRAM	$ 341.35
TOTAL RECEIPTS	$ 7,041.41	PRASAD AND FOOD	$ 2,004.19
LESS EXPENSES	$ (3,998.15)	MISCELLANEOUS	$ 662.69
BALANCE	$ 3,043.26	TOTAL EXPENSE	$ 3,998.15

1997 SARASWATI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
BALANCE FROM		ICRC HALL RENTAL	
1996 DURGA PUJA	$ 3,043.26	& ANNUAL DONATION	$ 510.00
DONATIONS	$ 1,139.25	TENT RENTAL	$ 183.75
		UHAUL RENTAL	$ 124.32
		DECORATION	$ 52.22
TOTAL RECEIPTS	$ 4,182.51	PRASAD AND FOOD	$ 294.43
LESS EXPENSES	$ (1,239.72)	MISCELLANEOUS	$ 75.00
BALANCE	$ 2,942.79	TOTAL EXPENSE	$ 1,239.72

Pujari, Atlanta
Directory of Members, 1997

Vitha Jewellers, Inc.
1594 Woodcliff Drive, Suite B
Atlanta, Ga 30329

Agarwal, Vandana & Alok
1680 B Cripple Creek Drive
Birmingham, Al 35209
(205) 942-5484,

Akmal, Nila & Musharatul Huq
4300 Steeple Chase Drive
Powder Spring, Ga 30073
(404) 439-7308,

Bandyopadhyay, Narayan & Anima
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, Sc 29841
(803) 278-2707,

Bandyopadhyay, Ranjit & Chhanda
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, Ga 30907
(706) 868-7627,

Bandyopadhyay, Swapan & Suchira
461 Creek Ridge
Martinez, Ga 30907
(404) 868-8300,

Banerjee, Jharna
3665 Bay Point Court
Martinez, Ga 30907

Banerjee, Nilanjana & Subir
4533 Sherry Lane
Hixson, Tn 37343
(615) 870-2373,

Banerjee, Srabani & Snehamay
530 Dorchester Crossing
Duluth, Ga 30155
(770) 476-2035,

Banerjee, Sukumar & Nibedita
723 Jones Creek
Evans, Ga 30809
(706) 855-7268,

Banik, Naren N.
2337 Stevenson Drive
Charleston, Sc 29414
(803) 571-6010,

Basu, Kakoli
1006 Bonair Drive
Augusta, Ga 30907
(706) 855-6472,

Basu, Madhumita & Asis
1620 Rosewood Drive
Griffin, Ga 30223

Basu, Mamata & Asok Kumar
494 Rue Montaigne
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 292-8323, (404) 939-3612

Basu, Prasun
3900 Woodchase Lane, Apt. I
Marietta, Ga 30067
(770) 612-8615,

Basu, Robi & Choitali
208 Hill Top Drive
Peachtree City, Ga 30269
(404) 487-4922,

Basu, Rupa & Ronnie
2823 N. Shiloh Apt # 235
Garland, Tx 75044-7405
(972) 496-5089, ( ) -

Basu, Suparna & Saibal
1502 Ninth Avenue South
Birmingham, Al 35205-3502
(205) 975-3897,

Bhargave, Jagan
8232 Carlton Road
Riverdale, Ga 30296
(404) 471-4418,

Bhargave, Pramodini
643 Wellington Way
Jonesboro, Ga 30236

Bhattacharya, Elfriede & C. B.
1907 N. Crossing Way
Decatur, Ga 30033
(404) 248-9633,

Bhattacharya, Nilabhra
Campus Quarters #80,
660 E. Campus
Athens, Ga 30605

Bhattacharya, Purabi & Arun
1014 Eagle Crest
Macon, Ga 31211

Bhattacharyya, Munna & Swapan
6480 Calamar Drive
Cummings, Ga 30040

Bhattacharyya, Parna & Jnanabrata
150 E Rutherford Street
Athens, Ga 30605
(706) 613-0987,

Bhattacharyya, Rash & Sujata
260 Danview Road
Jacksonville, Al 36265
(205) 435-8846,

Bhattacharyya, Sudhamoy
4616 Mulberry Creek Drive
Evans, Ga 30809

Bhaumik, Dharmajyoti
185 Pine Club Lane
Alpharetta, Ga 30202

Bhaumik, Mahasweta
4351 Revere Circle
Marietta, Ga 30062

Bhowmick, Neil
143-B Sandburg Street
Athens, Ga 30605

Biswas, Sheila & Debdas
126 Balsam Lane
Aiken, Sc 29803

Bose, Nandita & Anil K.
315 Kingsway
Clemson, Sc 29631
(803) 654-4898,

Bose, Shibani & Dulal
1415 Innisbrook Drive
Hixson, Tn 37343
(423) 843-2263,

Bose, Soma & Pradip
2364 Abbeywood Road
Lexington, Ky 40515

Chacraborty, Benu Gopal & Shibani
1600 Louise Drive
Jacksonville, Al 36265
(205) 435-3629,

Chakraborty, Sivani, Chitra & Ranes
5049 Cherokee Hills Drive
Salem, Va 24153
(703) 380 2362,

Chakraborty, Tuhina & Debesh
1119 Medlin Street, Apt. # M-15
Smyrna, Ga 30080
(770) 438-1404,

Chakravorty, Rita & Satya
6025 Twinpoint Way
Woodstock, Ga 30189
(770) 592-0563,

Chakravorty, Sriparna & Barid
164 Rivoli Landing
Macon, Ga 31210
(912) 474-5390,

Chatterjee, Madhumita & Samir
2702 Manor Glenn Lane
Suwanee, Ga 30024
(404) 368-1173,

Chatterjee, Nupur & Prabir
7092 South Wind
Columbus, Ga 31909
(704) 321-9200,

Chattopadhyay, Rita & Debashis
112 Skilodge Drive, Apt. #236
Birmingham, Al 35209
(205) 945-4898,

Chkraberti, Parnika & Anil
1620 Brook Manor Drive
Hixson, Tn 37343
(423) 842-6922,

Chowdhuri, Kanika & Dilip
9404 Ashford Place
Brentwood, Tn 37027
(615) 370-3575,

Das, Anjana & Ashit
789 N. Main Street
Alpharetta, Ga 30201
(404) 667-3574,

Das, Bithika & Amaresh
132-1 Ashley Circle
Athens, Ga 30605
(706) 613-5865,

Das, Kalpana & Bijan Prasun
1364 Chalmette Dr.
Atlanta, Ga 30306
(404) 874-7880,

Das, Lekha & Ajit
1382 Chapel Hill Court
Marietta, Ga 30060

Das, Nirmal & Ashima
5110 Main Stream Circle
Norcross, Ga 30092
(404) 446-5691,

Das, Raja
1506 Vinings Trail
Smyrna, Ga 30080
(770) 433-9477,

Das, Shyamali & Kamalendu
465 Lawnview Circle
Morgantown, Wv 26505
(304) 599-9406,

Das, Shyamoli & Priya Kumar
4515 Holliston Road
Doraville, Ga 30360
(404) 451-8587,

Das, Sutapa & Soumya Kanti
1476 Country Squire Court
Decatur, Ga 30033
(404) 496-1676,

Datta, Anjan
237 South Gay St. Apt#34b
Auburn, Al 36830

Datta, Baishali & Gourishankar
159 Whippor Will Circle
Athens, Ga 30605

Datta, Soma & Sanjib
1310 Spring Gate Circle
Woodstock, Ga 30189
(770) 591-7160,

Datta, Susmita & Somnath
1060 White Hawk Trail
Lawrenceville, Ga 30043
(770) 513-9506,

Datta Gupta, Indrani & Ranjan
215 Weatherwood Circle
Alpharetta, Ga

Datta-Roy, Manosij
1322 Briarwood Road #C-19
Atlanta, Ga 30319
(404) 233-3946,

De, Mr. & Mrs. Anindya
3513 North Decatur Road
Scottsdale, Ga 30079-1804

Debnath, Maya & Sudhir
2794 Pontiac Circle
Doraville, Ga 30360
(404) 986-9190,

Desai, Prateen & Vibha
822 Wesley Drive Nw
Atlanta, Ga 30305
(404) 351-7882,

Dewanjee, Indrani & Pijush
110 Shaftsbury Road
Clemson, Sc 29631
(864) 653-5467,

Dutt, Sharmistha & Swarna
3000 Highway 5, #316
Douglasville, Ga 30135
(770) 942-5525,

Dutta, Arun & Mallika
4217 Dunwoody Road
Martinez, Ga 30907
(706) 868-5373,

Dutta, M. C.
1041 Stage Road
Auburn, Al 36830
(205) 826-3921,

Eliott, Pial & Kevin
215 Kirkton Knoll
Alpharetta, Ga 30022-7633
(770) 664-9381,

Gangopadhyay, Nupur & Archana
1513, 9th Avenue, Apt #12
Birmingham, Al 35205
(205) 933-6431,

Gangopadhyay, Sudeep
2327 F. Dunwoody Crossing
Atlanta, Ga 30338
(770) 234-0131,

Ganguly, Amitava & Indrani
511 Cambridge Way
Martinez, Ga 30907
(706) 860-5586,

Ganguly, Chanakya
3116 Shadowood Parkway
Atlanta, Ga 30067
(770) 980-9753,

Ganguly, Prabir
1004 Bellreive Drive
Aiken, Sc 29803

Ghorai. Mamata & Sushanta
1430 Meriwether Road
Montgomery, Al 36117
(205) 277-2848,

Ghosal. Mira & Manojit
3907 Camellia Drive
Valdosta, Ga 31602
(912) 244-1291,

Ghosh, Kalpana
1833 Penny Lane
Marietta, Ga 30067

Ghosh, Leena & Dipankar
5239 Jameswood Lane
Birmingham, Al 35244

Ghosh, Madhumanjari & Deepak
6640 Akers Mill Rd, #30t4
Atlanta, Ga 30339
(404) 952-8894,

Ghosh, Mita & Bijay
2695 Almont Way
Roswell, Ga 30076

Ghosh. Mr & Mrs. Kanai
83 Murdock Street
Monroeville, Al 36460

Ghosh, Partha
665 Wiltshire Drive
Montgomery, Al 36117

Gupta, Mukut & Bula
107 Battery Way
Peachtree City, Ga 30269
(404) 487-9877,

Gupta, Rupa & Gautam
5719 Brookstone Walk
Ackworth, Ga 30101

Gupta, Sabyasachi
5571 Vantage Point Road
Columbia, Md 21044
(301) 740-4367,

Gupta, Shanta & Kiriti
946 Bingham Lane
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 296-7244,

Haldar, Jaya & Ardhendu
916 D. Amberly Drive
Norcross. Ga 30093

Jena, Rajashri & Asit
690 Silver Peak Court
Suwanee. Ga 30174
(770) 932-5382,

Jha, Sheo Kumar
2028 Oak Park Circle
Atlanta, Ga 30324
(404) 329-8939,

Kadaba, Prasanna V.
1071 Parkland Run
Smyrna, Ga 30082

Kapahi, Sunil & Rita
4642 Dellrose Dr.
Dunwoody, Ga 30338
(404) 394-1851,

Kundu, Madhuchhanda & Debabrata
7410 B. Old Well Street
Charlotte, Nc 28212

Lahiri, Ann Barile & Yasho
188 Mount Pleasant Avenue
Mamaroneck, Ny 10543

Lahiri, Pranab & Jayanti
1742 Ridgecrest Ct.
Atlanta, Ga 30307
(404) 378-0315,

Lahiri, Supti
1268 Leaside Lane
Hixson, Tn 37343

Laskar, Renu
112 E Brook Wood Dr.
Clemson, Sc 29631
(803) 654-2724,

Mahalanabis, Sushmita & Jayanta
1512 Moncrief Circle
Decatur, Ga 30033
(404) 908-2188,

Mazumdar, Ashish
927 Parkway Drive
Leeds. Al 35094
(205) 699-4708,

Mazumdar, Maya Ghosh &
Pradip K.
2111 Merlin Drive
Chattanooga, Tn 37421
(423) 894-5413,
Mishra, Arti & Somnath
202 Summit Pointway
Atlanta, Ga 30329
(404) 325-8470,

Mitra, A.
706 Patrick Road
Auburn, Al 36830
(205) 887-8111,

Mitra, Anuradha & Bhashkar
1121 Monterey Parkway
Atlanta, Ga 30350
(770) 673-0566,

Mitra, Rekha & Samarendra Nath
1366 Emory Road
Atlanta, Ga 30306
(404) 378-9850,

Mitra, Soma & Kalyan
1805 Roswell Road Apt. # 11d
Marietta, Ga 30062
(770) 579-1693,

Mitra, Stephanie & Kin
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, Ga 30350
(404) 396-4922,

Mohan, Bindu
1450 Valley Trail Way
Lawrenceville, Ga 30043

Mookherjee, Harsha N.
1505 Bilbrey Park Drive
Cookeville, Tn 38501
(615) 526-5936,

Mukherjee, Arup
2095 Drew Valley Road
Atlanta, Ga 30319
(404) 636-1894,

Mukherjee, Nandalal & Maya
3320 Rock Creek Drive
Rex, Ga 30273

Mukherjee, Partha
6311 Shady Brook Lane, Apt#2309
Dallas, Tx 75206
(214) 750-4993

Mukherjee, Partha & Sreelekha
2045 Pheasant Creek Dr.
Martinez, Ga 30907
(706) 860-1332,

Mukherji, Mr & Mrs. Shyamal
324 South Wingfield Road
Greer, Sc 29650

Mukhopadhyay, Kunal
125 Royale Road Apt # 131
Athens, Ga 30605

Nandi, Sujata & Saikat
319 Granville Court
Atlanta. Ga 30328
(770) 804-9114,

Padhye. Arvind & Sudha
2956 Wind Field Circle
Tucker. Ga 30084
(404) 939-1478,

Pathak, Sandra & Dr. N.
324 Seminole Dr.
Montgomery, Al 36117

Pati, Rimi & Asim R.
2120 Riding Ridge Road
Columbia, Sc 29223
(803) 865-9612,

Paul. Pran
917 Burlington Court
Evans, Ga 30809
(706) 860-3121,

Pujari, Veena & Jaswant
930 Herterton Way
Alpharetta, Ga 30202
(770) 418-0878,

Rakkhit, Kalpana
63 Suffolk Road
Aiken, Sc 29803

Rao, Giriraj & Carolina
705 Nile Drive
Alpharetta, Ga 30201
(404) 993-5263,

Ray, Apurba & Krishna
1276 Vista Valley Drive Ne
Atlanta. Ga 30329
(404) 325-4473,

Ray, Dilip & Krishna
3404 Lochridge Dr.
Birmingham, Al 35216
(205) 979-5968,

Ray, Eva & Subroto
5426 Poplar Spring Drive
Charlotte. Nc 28269
(704) 597-5519,
Roy, Baidya N. & Bharati
710 Whittington's Ridge
Evans. Ga 30809
(706) 868-8233,

Saha. Rama & Anuj
610 Spring Creek Lane
Martinez. Ga 30907

Saha. Reema & Sushanta
3870 Vicki Court
Duluth. Ga 30136
(404) 623-5608,

Samaddar, Sujit & Geeta
186 Stone Mill Drive
Martinez, Ga 30907
(706) 860-5808,

Samanta, Kaberi & Swadesh
2461 Highway 297-A
Cantonment, Fl 32533
(904) 968-6371,

Sarkar, Jolly & Arun
3402 Primm Lane; Apt # F
Birmingham, Al 35216
(205) 978-3937,

Sarkar, Moitri & Ashoke
3514 H Morningside Village Ln.
Doraville, Ga 30340

Sarkar, Nurul & Rabeya
113 Red Blue Lane
Martinez, Ga 30907
(404) 860-8127,

Sen, Suzanne & Amitava
945 Nottingham Drive
Avondale Estates, Ga 30002
(404) 294-6060,

Sengupta, Deepannita & Saibal
3111 Waterfront Club Drive
Lithia Springs, Ga 30057
(404) 819-1213,

Sengupta, Krishna & Suhas
1692 Moncrief Cir.
Decatur, Ga 30033
(404) 934-3229,

Sengupta, Suman & Lynn
610 Station View Run
Lawrenceville, Ga 30243

Sinha, Samir
1550 Terrell Mill Road, Apt. #45
Marietta, Ga 30067

Sinha. Samir M.
1550 Terrell Mill Road, Apt#4s
Marietta. Ga 30067

Sinha, Uday
145 Camp Drive
Carrolton. Ga 30117
(404) 834-8252,

Talukdar, Paula & Pradip
3032 Preston Station
Hixon, Tn 37343

Virdi, Paramjit Singh
1432 East Bank Drive
Marietta, Ga 30068

Watt, P. Lali & Ian
811 Chilton Lane
Wilmette, Il 60091